www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আমার শিক্ষাঙ্গন
ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২৫ চৈত্র – ৩১ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ৮ এপ্রিল – ১৪ এপ্রিল, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 25, 8 April - 14 April, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের ব্যাখ্যা ও রাজ্যগুলির

যুক্তি কোনওটাই ধোপে টিকল না। সুপ্রিম কোর্ট সব যুক্তি খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে মদের থেকে জীবনের মূল্য বেশি। অর্থাৎ জাতীয় সড়কের ধারে মদের দোকান নিয়ে রায়ের কোনও বদল হচ্ছে না।

রবিবার : বিমার প্রিমিয়াম অত্যধিক হারে বেড়ে যাওয়ায় ট্রাক

মালিকরা ধর্মঘটে সামিল। ফলে খাদ্যপণ্যে ঘাটতির আশঙ্কা করছে মানুষ। সরকার অবশ্য জানিয়েছে সব মিটে যাবে শীঘ্রই।

সোমবার : জম্মু কাশ্মীরের চেনানিতে ৯ কিলোমিটারের বেশি লম্বা সুড়ঙ্গ উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদি এক নতুন যুগের সূচনা করলেন ভূস্বর্গে। এই সঙ্গে কাশ্মীরের মানুষকে টেরারিজম থেকে ট্যুরিজমে ফেরার আহ্বান জানালেন তিনি।

মঙ্গলবার : এবার জঙ্গি হানার শিকার রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ

মেট্রো স্টেশন। স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটে নাগাদ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দুটি ট্রেন। প্রাণ হারালেন অন্তত ১০ জন। আহত ৫০ এরও বেশি।

বুধবার : কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেওয়ার

ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ভারত এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দিয়েছে এমন ইচ্ছা মদত দেবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরই।

বৃহস্পতিবার : রামনবমী উদযাপন বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষের

অন্যতম আদর্শ শাসক ও পুরুষ রাম। যখন পৃথিবীতে কোনও ধর্মের জন্ম হয়নি তখন আবির্ভাব রামের। সনাতন ধর্মের পুরুষোত্তম তিনি। এদেশের জাতির জনকও সারা জীবন মজে ছিলেন রামে। সেই রাম ও রামনবমী এখন রাজনীতির লড়াইয়ের মঞ্চে।

শুক্রবার : ভারতীয় রেলের ভাড়া নির্ধারণে উঠে গেল রেলমন্ত্রকের

নিয়ন্ত্রণ। ভাড়া ঠিক করবে রেল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। অতএব পেট্রোপণ্যের মতো রেলের ভাড়াও ওঠানামা করতে পারে এার থেকে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বজবজে চাঁদার নামে তোলাবাজি

শাসক দলের দুই ইউনিয়নের সংঘর্ষে এলাকায় উত্তেজনা

কুনাল মালিক

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ শহরতলির বজবজ থানার অন্তর্গত গোবরঝুড়িতে আইওসির এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের সামনে শাসক তৃণমূলের দুটি ট্রেড ইউনিয়নের গোষ্ঠী সংঘর্ষে এলাকা রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। রাস্তা অবরোধ, ট্রাক ভাঙচুর এবং কন্ট্রাক্টর লেবার ইউনিয়নে ব্যাপক ভাঙচুর চলে। বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। ঘটনায় প্রকাশ, বটলিং প্ল্যান্টের সামনে শাসকদলের কন্ট্রাক্টর লেবার ইউনিয়নের সামনে কয়েকদিন ধরে বুইতার একটি কালীপুজোর জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছিল। অভিযোগ বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্যর অনুগামীরা নাকি চাঁদা তোলার নামে ট্রাক মালিকদের হেনস্থা করছিল। ঘটনার দিন এক ট্রাক চালকের দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ট্রাক চালকরা ট্রাক দাঁড় করিয়ে রাস্তা অবরোধ করে। সেই সময় ট্রাকের কাঁচও ভাঙা হয় বলে অভিযোগ। চাঁদা আদায়কারী এক যুবক ঘটনাস্থলে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বলে অভিযোগ। পুলিশের হাতে ট্রাক চালকরা তাকে তুলে দেয়। ক্ষুব্ধ ট্রাক চালক ও খালাসীরা

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দিতে বিধায়কের মধ্যস্থতা। ছবি : অরুণ লোধ

এরপর শাসকদলের কন্ট্রাক্টর লেবার ইউনিয়ন দফতরে ব্যাপক ভাঙচুর করে। দরজা, টেবিল, চেয়ার, টেলিভিশন সেট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা ঘটনাস্থলে এসে পথসভা করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি করে। পুলিশ ট্রাক চালকদের অবরোধ তুলে দেয়। বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, চাঁদা তোলার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। ট্রাক চালক ও খালাসীদের যে ইউনিয়ন আছে সেখানে কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি মিলে মিশে আছে। তৃণমূলকে কলঙ্কিত করতে এই ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ঘটানো হল। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। সাড়ে তিনটের সময় বজবজের বিধায়ক অশোক দেব ট্রাক চালক ও খালাসী ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি অসিত দাসকে সঙ্গে নিয়ে বটলিং প্ল্যান্টে আসেন। ট্রাক চালকরা ওইদিন মাল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বিধায়ক অশোক দেব সংঘর্ষ নিয়ে কোনও মতামত দিতে চাননি। শুধু বলেন, যাতে বটলিং প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয় সে জন্য তিনি আলোচনা করতে এসেছেন। অসিত দাসও কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিকালে দুই গোষ্ঠীই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন আছে। সূত্রের খবর এই ঘটনার নেপথ্যে নাকি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল কাজ করছে। বজবজ–১ নম্বর ব্লকে বছর খানেক আগে হঠাৎই বয়সে নবীন বুইতার বাসিন্দা শ্রীমন্ত বৈদ্যকে সভাপতি করা হয়। দীর্ঘদিনের সভাপতি শেখ রবিয়ালকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর তৃণমূলের জেলা সভাপতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে অন্ধকারে রেখে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নাকি শ্রীমন্তকে ওই পদে বসান। তৃণমূলের আদি নেতারা এই ঘটনায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন। সেই থেকেই গোষ্ঠী কোন্দলের সূত্রপাত।

এক লাইনে বাদুড়িয়া–বসিরহাট–ফলতা

ধৃতদের মুখোমুখি চায় সিআইডি

মেহেবুব গাজী, ফলতা : সিআইডির অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট শিশুপাচারের তদন্তে এক সূত্রে গাঁথতে চায় বাদুড়িয়া, বসিরহাট ও ফলতাকে। বাদুড়িয়া–কাণ্ডে ধৃত বেহালার পূর্বাশা হোমের কর্ত্রী পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বড়দি ও বসিরহাটের সোহান নার্সিংহোমের নার্স উৎপলা ব্যাপারি ওরফে পলিকে গত বৃহস্পতিবার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে এদের এক দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শুক্রবার ফের পেশ করা হয়েছে সিআইডি হেফাজতের জন্য। ফলতা–কান্ডে ধৃত দালাল দম্পতি শ্যামল বৈদ্য, সাবিত্রী ও পুতুল এবং উৎপলাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চায় সিআইডি। উল্লেখ্য গত ৪ মার্চ ফলতা থানার ফতেপুর থেকে গ্রেফতার হয়েছিল শ্যামল ও সাবিত্রী।

গত বছরের নভেম্বর মাসে বাদুড়িয়া শিশুপাচার–কান্ড প্রকাশ্যে আসে। সেই সময় বাদুড়িয়ার নার্সিংহোমের পাশাপাশি কলেজ স্ট্রিটের শ্রীকৃষ্ণ নার্সিংহোমের মালিক–সহ বেহালার পূর্বাশা হোমের কর্ত্রী পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়। গ্রেফতার হয় বসিরহাটের সোহান নার্সিংহোমের নার্স উৎপলা ব্যাপারি। রাজ্যজুড়ে শিশুপাচারের বেসাতি প্রকাশ্যে চলে আসে। রাজ্যজুড়ে সিআইডি

পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও উৎপলা ব্যাপারি

ধরপাকড় শুরু করে। গত ৩১ নভেম্বর ফলতার তেঁতুলিয়া থেকে রাতের অন্ধকারে উদ্ধার হয় ৩ শিশু। সেই শিশুর পরিচয় জানতে ফলতা থানা একটি টিম তৈরি করে তদন্তে নামে। প্রায় ৩ মাস তদন্তের পর গত ৩ মার্চ রাতে ফলতা থানার পুলিশ রামনগর থানার ভাদুড়ার জীবনদীপ নার্সিংহোমের মালিক হরিসাধন খাঁ ও তার ছেলে কোয়াক ডাক্তার প্রবীর খাঁকে গ্রেফতার করে। বাবা–ছেলেকে জেরা করে ফলতা থানার পুলিশ শিশুপাচার চক্রের দালাল শ্যামল ও সাবিত্রীকে গ্রেফতার করে। ধৃত শ্যামল পুলিশি জেরায় জানায়, সিআইডির ধরপাকড়ের হাত থেকে বাঁচতে পুতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩টি শিশুকে তার কাছে রাখতে দিয়েছিল। সেই ৩ শিশুকে শ্যামল জীবনদীপ নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য কিছুদিন রেখে দিয়েছিল। পরে নার্সিংহোমের এক আয়ার বাড়িতেও ৩ শিশুকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে ৩ শিশুকে তেঁতুলিয়ায় রেখে আসা হয়েছিল। পুলিশ শ্যামলের থেকে একটি ডায়েরিও উদ্ধার করেছিল। সেই ডায়েরিতেও পুতুলের নাম ছিল। ফলতা–কান্ডে পুতুলের যোগ স্পষ্ট হতেই সিআইডি শ্যামলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারপর সিআইডি তদন্তভার হাতে পায়। সিআইডি পুতুল ও উৎপলাকে হেফাজতে নিয়ে প্রথমে ফলতার শিশুদের পরিচয় জানতে চাইছে। সিআইডির ধারণা এরপর শ্যামলের বয়ানের সূত্র ধরে পুতুলকে জেরা করে নতুন তথ্য উঠে আসছে। দুই ২৪ পরগনার ও কলকাতা শহরতলির বেশ কিছু নামি চিকিৎসককেও স্ক্যানারে রাখছে সিআইডি যাদের আগামী দিনে ডাকা হতে পারে।

বাংলাদেশি আতঙ্কে কাঁপছে সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এপার বাংলায় ডাকাতি, ওপার বাংলায় খানা–তল্লাশি। দু–বাংলার মিলনের আবেগে এও যেন প্রাপ্য ছিল বাঙালির। সোনারপুর বাজারের মতো জনবহুল এলাকায় ভরসন্ধ্যায় সোনার দোকানের দুঃসাহসিক ডাকাতি দেখিয়ে দিল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এবং তার জাল রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের হাত ধরে এপার বাংলার মানুষের জীবনে কত গভীরে ছড়িয়েছে। ডাকাতের গুলিতে দেবনাথ জুয়েলার্সের নিহত মালিক দীপক দেবনাথের মৃত্যু বুঝিয়ে দিয়েছে অবাধে ঢুকে পড়া ওপারের দস্যুরা এখন আপনার আমার সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু রূপে দাঁড়িয়ে। যে কোনও সময় যে কেউ কয়েক সেকেন্ডে লাশ হয়ে যেতে পারে।

ধৃতদের তোলা হচ্ছে আদালতে

ডাকাতির কিনারা ও ডাকাতের গ্রেফতারের দাবিতে সোনারপুর আজ উত্তাল। ব্যবসা বনধ, থানা ঘেরাও সহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে উগরে উঠছে মানুষের ক্ষোভ। এই উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে দীপকবাবুর নিথর দেহ। শোকার্ত পরিবারের কান্নার আওয়াজ এখন সোনারপুরের প্রতিটি কোনায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও তৎপর হয়ে উঠেছে। ধরা পড়েছে ৪ জন যার মধ্যে একজন বাংলাদেশি, নাম লাবলু সরদার। সঙ্গে বাসন্তী থেকে ধৃত আতিয়ার রহমান লস্কর, মঞ্জিলা খাতুন ও চম্পাহাটি থেকে ধৃত কোহিনুর বিবি দেশে লাবলুদের আশ্রয়দাতা, অস্ত্র সরবরাহকারী। তদন্তের সূত্র বলছে আরও বাংলাদেশি দুষ্কৃতী লুকিয়ে রয়েছে এদেশে। পুলিশ বলছে তল্লাশি চলছে। শিকড়ের খোঁজে বাংলাদেশেও দল পাঠাচ্ছে লালবাজার। যে ভারত একদিন সেনা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তানি সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করতে সেই ভারতকেই এখন ওপারে পুলিশ পাঠাতে হচ্ছে এপারের ডাকাতির মূল সূত্র ধরতে। এটাই ভারতবাসীর রাজনৈতিক ভবিতব্য।

কয়েকদিন বাদে সোনারপুর শান্ত হয়ে যাবে। মানুষের স্মৃতিতে আরও ঘটনার প্রলেপ পড়বে, পুলিশের তৎপরতা রুটিন গতানুগতিকতায় বয়ে চলবে, দীপকবাবুর পরিবারের চোখের জল শুকিয়ে যাবে, মিডিয়া সোনারপুর ছেড়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু রয়ে যাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ কারণ এটা ভারতের রাজনীতিকদের প্রতিদিনের চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে আজকের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী মোদি এ রাজ্যের অনুপ্রবেশ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। রাজ্যের সরকার রে রে করে উঠেছিল তখন। এখন দুদলই কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায়। অনুপ্রবেশ কিন্তু চলছেই। আসলে এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সেটা যতদিন না আসবে আরও অনেক দীপকবাবু লাশ ফিরে ফিরে আসবেন এপার বাংলার জীবনে। আগামী দিনে রাজ্যের নানা প্রান্তে বিশেষ করে সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় হয়তো আরও সোনারপুর খবরের শিরোনামে উঠে আসবে।

সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে দুর্নীতি, কাঠগড়ায় তৃণমূল প্রধান

অভীক মিত্র, মল্লারপুর : সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে দুর্নীতির ঘটনায় কাঠগড়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান। বীরভূম জেলার মল্লারপুর –২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ২০১১ – ২০১২ আইএসডিপি প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স কেনে মল্লারপুর –২ গ্রাম পঞ্চায়েত। যার নং ডব্লুবি ৫৩ বি ২০৫৬। ইমারজেন্সি ডিউটি বোর্ড' ঝোলায় তৃণমূল নেতা পথিক মন্ডল। মুছে ফেলা হয়েছিলো অ্যাম্বুলেন্স লেখা ও রং।

৩০ মার্চ প্রথমে ঘটনাটি নজরে পড়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। তড়িঘড়ি ভাড়া খাটানো অ্যাম্বুলেন্স থেকে খুলে ফেলা হয় বিদ্যুত দপ্তরের স্টিকার। লেখা হয় 'অ্যাম্বুলেন্স' শব্দটি। ৩১ মার্চ মল্লারপুর –২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃবৃন্দ। প্রধান বিডিও –র কাছে আশ্রয় নেয়। মল্লারপুর বটতলার ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি নেতারা। বীরভূম বিজেপির জেলা সম্পাদক অতনু চট্টোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা মানস বন্দ্যোপাধ্যায়রা ছিলেন। ১ ঘন্টা চলা অবরোধে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে অবরোধ তোলে। 'মল্লারপুর' এলাকা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই জেলায় পরিচিত। অভিযুক্ত মল্লারপুর –২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মিন্টু সাহা সংবাদমাধ্যমকে

মল্লারপুর –২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের মিন্টু সাহা অ্যাম্বুলেন্সটিকে বিদ্যুত দপ্তরের ঠিকাদার তথা তৃণমূল নেতা পথিক মন্ডলকে দিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। বিদ্যুত দপ্তরের স্টিকার চিটিয়ে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সটিকে দিয়ে ভাড়া খাটাছিলো তৃণমূল নেতা পথিক মন্ডল। 'অন বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে লিজে গাড়িটি দেওয়া হয় তৃণমূলের রঞ্জিৎ সাহাকে। তারপর কী হয়েছে জানি না।' অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান মিন্টু সাহা, ঠিকাদার তৃণমূল নেতা পথিক মন্ডল, স্থানীয় বিধায়কের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে মল্লারপুরের বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

খাদান সংঘর্ষ অশান্তি ছড়াচ্ছে জেলায় জেলায়

অবৈধভাবে বালি খননে বিপজ্জনক মানাচর

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার মড়জোড়া ব্লকের মানাচর অঞ্চলে অবৈধভাবে বালি খনন ও গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রায় ১০দিন ধরে চলা অনশন ধর্মঘট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই অনশন ধর্মঘটের আহ্বায়ক ওই এলাকারই বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ননী রায় বৃহস্পতিবার এসেছিলেন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে। এদিন তিনি আলিপুর বার্তার জেলা প্রতিনিধির মুখোমুখি হন। এক একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি জানালেন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। তিনি জানান, বীরভূমের বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ এলাকা বাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাঁকুড়া জেলাতেও। গত কয়েক বছর ধরে বাঁকুড়া জেলার বড় জোড়া ব্লকের বড় মানাচর অঞ্চলে চলছে অবৈধভাবে বালি খনন ও গাছ কাটার কাজ। যা এই এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি জানলেন, এই অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বসবাস। প্রায় ৭০ বছর আগে দেশভাগের বলি

বাঁকুড়া

হয়ে ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুরা এখানে বসতি করে গ্রাম গড়ে তোলেন। এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও এখানে রাস্তাঘাটের কোনও উন্নতি হয়নি। গ্রামে গড়ে ওঠেনি কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উচ্চ বিদ্যালয়। কোল্ড স্টোরের অভাবে এখানে প্রতিবছরই মাঠের পর মাঠ চাষ করা আলু ক্ষতগ্রস্ত হয়। প্রশাসনকে বার বার জানিয়েও কোনও সুফল হয়নি। তার উপরে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কয়েক বছর ধরে হয়ে চলেছে অবৈধ বালি খনন ও গাছ কাটার কাজ। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ বিঘার উপর জমি জুড়ে এই অবৈধ বালি খনন এক ভয়ঙ্কর খালের সৃষ্টি করেছে। যা আগামী বর্ষায় নদীর গতিপথকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও অবৈধভাবে বহু গাছ কাটা হয়ে চলেছে। যার ফলে গ্রামের বহু বাড়িঘর তলিয়ে যেতে পারে নদীগর্ভে। অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে মানুষের জীবন–জীবিকা বলে মন্তব্য করেন তিনি। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষ ২৩ মার্চ থেকে অনশন ধর্মঘটে সামিল হন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস ছাড়া এই অনশন উঠবে না বলে জানানো হয়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশে বাঁকুড়ার জেলা শাসক অসীম বালা ও বিষ্ণুপুর লোকসভার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বুধবার অনশন মঞ্চে এসে আশ্বাস দিলে ১০দিন পরে এই ধর্মঘট ওঠে বলে ননী রায় প্রতিবেদককে জানান। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি যখন আশ্বস্ত করেছেন, তখন আমরা নিশ্চিন্তে মনে করছি।'

কয়লা সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার কাঁকরতলায় কয়লা সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হলো পুলিশ। ৩১ মার্চ শুক্রবার বীরভূম জেলার বড়কোলা গ্রামে অবৈধ কয়লা খাদান নিয়ে দুই দুষ্কৃতী দলের মধ্যে ঝামেলায় এলাকা রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কাঁকরতলা থানার পুলিস। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলিতে জখম হয়ে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অরূপ মান্না নামক এক পুলিশ অফিসার। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর জওয়ান অরূপ মান্না। আহত হন আরও ৫ পুলিশ কর্মী। এবারই বীরভূম জেলায় পুলিশ আক্রান্ত হবার ঘটনা প্রথম নয়। এর আগে দুষ্কৃতীদের বোমাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন দুবরাজপুর থানায় কর্মরত এক পুলিশ অফিসার। গতমাসের ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় জখম হয় চারজন। আর তা ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠলো বীরভূম জেলার রাজারপুকুর। পেটানো হয় পুলিশকে, আগুন ধরানো হয়েছিলো পুলিশের গাড়িতে। ১৭ ফেব্রুয়ারির পর ৩১ মার্চ – ফের একমাসের মধ্যে বীরভূম জেলায় পুলিশ আক্রান্ত হবার ঘটনায় উঠছে প্রশ্ন।

বীরভূম

কপিবুক খেলুন অর্থবাজারেও

লাভের গুড় খেতে হলে শেয়ার বাজারে লগ্নি করুন ব্যাকরণ মেনে

পার্থসারথি গুহ

আর পাঁচটা ব্যবসার মতো যদি শেয়ার বাজারকে দেখা যায় তবেই এখান থেকে লাভের ফসল তোলা সম্ভব। নচেৎ সেই 'থোর বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোর' এর পরিণতি ঘটা থেকে কেউই আটকাতে পারবে না। আসলে এই কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র ফাটকাবাজির জন্য যাঁরা শেয়ার বাজারে আসেন তাঁদের সাবধান করা। কারণ ফাটকা করে দুদিন কিছু অর্থ করটা যায় বটে, তবে আদতে নিজেদের পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাঁরা প্রকৃত ট্রেডার তাঁরা হন লং টার্মার বা মিড টার্মার। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থ বিনিয়োগ করে তার যোগ্য রিটার্ন তুলে নেওয়াই তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হয়ে ওঠে।

এখন দেখে নেওয়া যাক, কোনও শেয়ারের দাম কেনই বা বাড়ে আবার পতনের মুখে যায়। এর প্রেক্ষাপট বিচার করতে গেলে অনেক গভীরে যেতে হবে। যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কোনও একটি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক পালাবদল থেকে আকস্মিক ঘটে যাওয়া কোনও কাণ্ড। এর জেরে বিস্তর প্রভাব পড়ে শেয়ার বাজারে। কখনও দেখা যায় কোনও একটি ব্যাঙ্কিং শেয়ার সম্পর্কে গুজব বা নেতিবাচক খবর ছড়িয়ে পড়লে আর পাঁচটা ব্যাঙ্কের শেয়ারও হু হু করে পড়তে শুরু করে। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য সেক্টর সম্পর্কেও। বিশদে বলতে গেলে দেখা যায়, যদি সরকার কোনও একটি ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকেন, তখন ওই সেক্টর সংক্রান্ত প্রতিটি শেয়ারের দামেই উত্থান লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে কোনও একটি ক্ষেত্রে যদি সরকার বিরূপ কিছু সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রভাবে ওই সংক্রান্ত সব শেয়ারের দাম রসাতলে তলিয়ে যায়।

ধরা যাক, এবছর ভালো বৃষ্টি হল না দেশে। তা হলে দেখা যায় এমতাবস্থায় কৃষি সংক্রান্ত যেসব শেয়ার বাজারে লিস্টেড রয়েছে তাদের দামে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে। কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের দামেও তখন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার যদি কোনও বছর দেশে শিল্পোৎপাদন খুব ভালো রকম হয় তাহলে আবার পুরো বাজারেই ইতিবাচক ছবি উপস্থাপিত হয়। এখন যেহেতু আমরা একটা বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বসবাস করি সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ইরাকে বা আফ্রিকায় কোনও খারাপ ঘটনা বা বিস্ফোরণ ঘটলে ভারতের কিংবা অন্য দেশের শেয়ার বাজারেও ঝটকা নেমে আসে। সাদ্দাম হোসেনের আমলে অস্থির ইরাক, তাদের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোড়া টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ভারতের মুম্বইতে তাজ হোটেলে জঙ্গি আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার প্রভাবে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছে শেয়ার বিশ্ব। ভারতেও বহুবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর শেয়ার বাজারে রীতিমতো ধস নামতে গিয়েছে। শেয়ার বাজারের ভাষায় 'সেলিং ফ্রিজ' মেরেছে তা। কখনও কখনও তা আবার এতটাই খারাপ জায়গায় গিয়েছে যে, একবার 'সেলিং ফ্রিজ' মারার অব্যবহিত পরে আবারও একইভাবে বন্ধ হয়েছে বাজার। বহুবার এই ধরনের খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার। যাকে বিশেষজ্ঞরা বাজারের পতন বলে অভিহিত করে থাকেন। এই তো কিছু দিন আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্বজোড়া 'রিসেশন' বা আর্থিক মন্দা। মার্কিন মুলুকে ব্যাঙ্ক ভরাডুবির ঘটনায় নড়ে গিয়েছিল পুরো বিশ্বের অর্থনীতি। এখনও যার কুপ্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি অর্থনৈতিক দুনিয়া। তবে এটা ঠিক আগের থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর উদাহরণ হিসেবে এখনকার বাজারে ন্যাসড্যাক-ডাও জোন্স কিংবা ভারতের নিফটি-সেনসেক্সের দিকে চোখ মেললেই বোঝা যাবে।

ভারতীয় বাজার ব্যাপক পতনের পর এখন যেভাবে এগোচ্ছে তাতে

অর্থনীতি

আগামী দিনে দশ হাজারি হয়েউঠতেই পারে নিফটি। হয়তো তার জন্য আর মাত্র মাস খানেক বা দুমাস অপেক্ষা করতে হল। তবে এই মুহূর্তে বাজারে কেনাকাটা করার আগে সতর্কতা আবশ্যিক। এ সময় অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকেই ভুল-ভাল শেয়ার কিনে বসেন। এমন করলে কিন্তু কপালে দুঃখ রয়েছে। এই মত পোষণ করেন এই বাজার সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা মানুষরা। এই ভালো সময়ই মানুষ খারাপ শেয়ার কিনে আটকে যেতে পারেন। যার জেরে ভবিষ্যতে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। শেয়ার বাড়ার কারণ হিসেবে অনেক উপাদানই সামনে আসে। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশেমোদি সরকারের ব্যাপক জয় নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে ২০০৯ সালে কেন্দ্রে যখন দ্বিতীয়বারের জন্য মনমোহন সিংয়ের সরকার ইউপিএ-২ গঠন করেন তখন কিন্তু ভারতীয় বাজার এক দিনে সর্বাধিক পরিমাণ উচ্চতায় উঠেছিল। ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে সেটি একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। সেদিন ভারতীয় বাজার এক লাফে প্রায় হাজার পয়েন্টের বেশি বেড়ে গিয়েছিল। শেয়ার বাজারের ভাষায় বলতে গেলে ওই দিন 'ডবল বাইং ফ্রিজ' মেরেছিল নিফটি এবং সেনসেক্স। এবারের উত্থানের থেকেও সেই উন্নতির পারদ আরও চড়া ছিল। এখন অবশ্য বাজারে বেশ সুদিন। অন্তত সাদা চোখে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সাবধানবাণী শুনিয়ে রাখছেন যে, আবেগে ভেসে লগ্নীকারী যেন নিজেকে খারাপ অবস্থায় নিয়ে না যায়। অতীতেও বহুবার দেখা গিয়েছে এই ধরনের ভালো সময় মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। এমন কী ভালো দাম পেয়েও হাতের শেয়ার যারা এখন বিক্রি করছেন না তাদের ভেবে দেখা উচিত। কখন আবার কোনও ঝড় উঠলে বাজারে পতন দেখা যেতেই পারে। একইভাবে বাজারের খুব খারাপ সময় হুট-হাট করে হাতের ভালো শেয়ার বিক্রি করাটাও ভুল। বরং অপেক্ষা করা উচিত সুদিন আসার জন্য। তবেই ঘুরে যেতে পারে লগ্নীকারীর ভাগ্য।

সবকিছু যখন ভালো থাকে তখন আবার কুডাকও মাঝেমধ্যে মনকে তাড়না দেয়। ঘর পোড়া গরু লগ্নিকারীরা তাই ভরপুর বাজারেও পুরোপুরি খোশ মেজাজে থাকতে পারে না। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। কারণ লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখানে নড়াচড়া করে। তা নিয়ে চিন্তা তো হবেই। আসলে শেয়ার বাজার বা অর্থনীতির হালচালও অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। এখানেও সুখ এবং দুঃখের সমান অংশীদারিত্ব আছে। সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার তলাশ করলে খোঁজ মিলবে এমন অনেক মানুষের যারা এই বাজারে অঙ্কের মতো ট্রেড করতে গিয়ে অনেক টাকা খুঁইয়েছেন। আবার এমন অনেককেও পাওয়া যাবে যারা ধৈর্য্য রেখে বিনিয়োগ করে লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন শেয়ার বাজার থেকে। এখানে কিছুটা ভাগ্যের কারসাজিও আছে নিশ্চিতভাবে। তবে এটা একশো শতাংশ ঠিক, ভালো সংস্থার শেয়ার ক্রয় করলে তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া সম্ভব। যেমন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত শেয়ার কাউকে খুব একটা ঠকায় না বলেই মনে হয়। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। একটি সংস্থা যারা দেশের তাবড় শিল্পপতিদের মধ্যে অন্যতম সেরা বলে চিহ্নিত সেই গ্রুপের দুভাইয়ের শেয়ার ধরে বহু মানুষ ফেঁসে রয়েছেন। তাদের মধ্যে একটির বিদ্যুত সংস্থার আইপিও বা ইনিশিয়াল প্রাইজ অফার নিয়ে কি পরিমাণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল তা এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় দগদগে রয়ে গিয়েছে। এদেরই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস সংস্থা নিয়েও একটা সময়ে বাজারে অনেক আশাবাদী কথা চালু ছিল যা এখন পুরোপুরি খরচের খাতায় চলে গিয়েছে। এত প্রভাবশালী গ্রুপের অন্য একটি অর্থনৈতিক মাপকাঠির শেয়ার তো ব্যাঙ্ক হচ্ছে বলে বাজার প্রায় ধরেই নিয়েছিল। আর এই গল্পে একসময়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে এর দাম। এখন সেই শেয়ারগুলি এতটাই কম দামে রয়েছে যাতে ওপরের দামে আটকে যাওয়া ট্রেডাররা রীতিমতো প্রলাপ বকছেন। কবে তাঁরা উদ্ধার পাবেন তা বোধহয় স্বয়ং শেয়ার দেবতাও বাতলাতে পারবেন না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ এপ্রিল – ১৪ এপ্রিল, ২০১৭

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন। অগ্রগতির পথে সময়টি শুভদায়ক। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ যোগ বিদ্যমান। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহ-ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

বৃষ : কর্মস্তলে কাজের দায়িত্ব বেড়ে যাবে। রক্তের চাপ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বাধা আসবে। কিন্তু আপনি জয়ী হতে পারবেন। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। কর্মস্থলে সম্মান বজায় রেখে চলতে পারবেন কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। গোপন শত্রুর যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মনকে শক্ত করুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন আপনার জয় অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষায় সফলতা পাবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহভূমি ও জমি-জমা সম্পর্কে শুভফল পাবেন।

সিংহ : মনকে সংযম রাখার চেষ্টা করুন। চঞ্চলতা না কমালে কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কন্যা : খুব চিন্তা ভাবনা করে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্ব মূলক কাজগুলিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রাখতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা থাকবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পায়ের ব্যাথায় কষ্ট।

তুলা : সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পক্ষে সময় ভাল বলা যায়। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয়ে আপনি আনন্দ পাবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতির যোগ রয়েছে। অন্যের কথায় নিজেকে বিলিয়ে দেবেন না। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলুন।

বৃশ্চিক : ধৈর্য হারাবেন না। মনকে শক্ত করুন, আপনি সাফল্য পাবেন, কর্মে পদোন্নতির যোগ, সন্তান-সন্ততি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে, পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বাধা থাকলেও অর্থ পাবেন।

ধনু : যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। আগে পেছনে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। সকলের সঙ্গে মিশবেন কিন্তু বেশি গভীরে যাবেন না।

মকর : ব্যবসা বাণিজ্যে মোটামুটি ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আছে কিন্তু বাধা সরে যাবে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। আয় পূর্বের তুলনায় সামান্য বাড়বে। অসাধু সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

কুম্ভ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে মন আকৃষ্ট হবে। লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। দৈব-দুর্ঘটনা ও প্রতারনার যোগ রয়েছে। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

মীন : আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। চোখের পীড়ায় ও মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে, বায়ুরোগে কষ্ট পাবেন।

গ্রুপ 'ডি'-র লিখিত পরীক্ষা ২০ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৬০০০ গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ২০ মে। গ্রুপ 'ডি' রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে এই পরিবর্তিত তারিখ ঘোষিত হয়েছে। পুরনো সূচি অনুসারে যাঁরা ইতিমধ্যেই অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছেন তাঁদের নতুন করে অ্যাডমিট কার্ড নিতে হবে না। পুরনো অ্যাডমিট কার্ডেই পরীক্ষা দেওয়া যাবে বলে পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই নিয়ে গ্রুপ 'ডি' কর্মী নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার দিন পরিবর্তিত হল দু'বার। প্রথমে ১৪ মে লিখিত পরীক্ষা আয়োজিত হবে বলে পর্ষদের তরফে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সূচি অনুসারে অ্যাডমিট কার্ড ছাড়াও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৪ মে রাজ্যের সাতটি পুরসভার ভোট থাকায় ফের দিন পরিবর্তন করে ২৭ মে পরীক্ষার দিন ধার্য করা হয়। কিন্তু এ সময়ে রাজ্যের স্কুলগুলোয় গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়ে যাবে। তাই শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর অভাবে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হবে না বলে শেষপর্যন্ত ২০ মে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ট্রেনিং দিয়ে ব্যাঙ্ক অব বরোদায় ৪০০ প্রবেশনারি অফিসার

ব্যাঙ্কিং ও ফিনান্সের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে ৪০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে ব্যাঙ্ক অব বরোদা। ৯ মাস মেয়াদের স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্সটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করাবে বরোদা মণিপাল স্কুল অব ব্যাঙ্কিং। সফলভাবে কোর্স শেষ করলে নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদ : ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ও বি সি ১০৮)। সরকারি নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে-কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ স্নাতক।

বয়স : ১-৪-২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ২-৪-১৯৮৯ থেকে ১-৪-১৯৯৭-এর মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি : ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ব্যাঙ্ক অব বরোদা থেকেই শিক্ষাঋণ পাওয়া যাবে কোর্স শেষের পর ৭ বছরে ঋণ শোধ করতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা, সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৭ মে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বর্ধমান।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে রিজনিং (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), ব্যাঙ্কিং শিল্প সংক্রান্ত প্রশ্নসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) এবং ডেসক্রিপটিভ

কাজের খবর

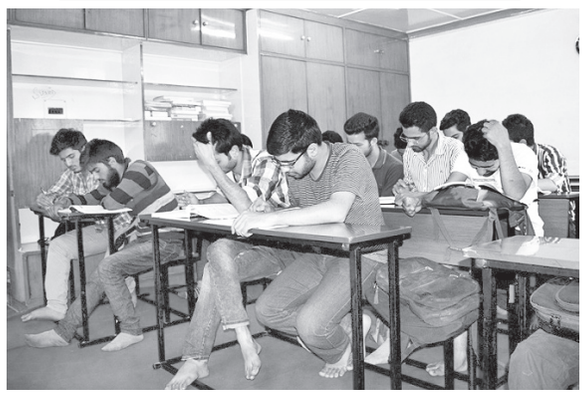

ধরনের ইংরেজি (৫০ নম্বর) বিষয়ে। ডেসক্রিপটিভ ইংরেজি ছাড়া বাকি সব পত্রের ক্ষেত্রে অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ১২ মে থেকে পরীক্ষারর কললেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.bankofbaroda.co.in

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.bankofbaroda.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০-৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০-২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ব্যাঙ্কে চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের (মাস্টার বা ভিসা) মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

খুঁটি নাটি তথ্যে জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ২৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। (জ্যামি.) ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ৩। সুখে ও দুঃখে অবিচলিত ৪। ভেদ, পার্থক্য ৫। নৈতিক সততা ৬। গাছ ৮। মুরগিজাতীয় পাখিবিশেষ ৯। তিক্ত স্বাদযুক্ত ওষধিবিশেষ ১১। পাহাড় ১৩। বলপ্রয়োগ, শক্তি ১৪। গুণাগুণ পরীক্ষা ১৬। চেতনার সঞ্চার ১৭। রায়ত সংক্রান্ত।

উপর-নীচ

১। প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বলে স্থিরীকৃত ২। 'কাহার গলায়—গানের রতন হার' ৩। মন্থর গতিসম্পন্ন ৫। পদ্ধতি, ঢং ৭। সুন্দর, মনোরম ১০। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ১২। ওড়িশার প্রাচীন রাজাদের উপাধি ১৫। রঙের নামে মাছ।

সমাধান : শব্দবার্তা ২৪

পাশাপাশি : ১। রূপক ৩। কণিকা ৫। পথভোলা ৬। চাকা ৭। নরক ৯। পাইকা ১১। মানী ১২। সংশ্লেষ ১৩। ধর্তব্য ১৪। দণ্ডিকা।
উপর-নীচ : ১। রূপটান ২। কপর্দক ৩। কলা ৪। কারিকা ৬। চাটাই ৮। রদনী ৯। পারিষদ ১০। কানপাকা ১১। মাগধ ১২। সব্য।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** -আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**- ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**- শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**- সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**- পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** -সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**- এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বিশ্বজিৎ খুনের তদন্তে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ডহারবার : ৪ মাস আগে ডায়মন্ডহারবার নেতড়া থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই খুনের তদন্তে নেমে গত সোমবার রাতে ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত খোকন লস্কর ও রাজু ওরফে ইছা হালদার যথাক্রমে বারুইপুর ও মগরাহাটের বাসিন্দা। ধৃতদের মঙ্গলবার ডায়মন্ডহারবার আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৪ ডিসেম্বর ডায়মন্ডহারবারের নেতড়া স্টেশনের পাশে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় এক যুবকের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ডায়মন্ডহারবার থানা। তদন্তে যুবকের একটি মোবাইল উদ্ধার করে পুলিশ। সেই মোবাইলের কললিস্ট ধরে নিহত যুবকের পরিচয় মেলে। জানা যায় তার নাম বিশ্বজিৎ পাল (৪০)। বারুইপুরের মদারাটের বাসিন্দা। মোবাইলের কললিস্ট ধরে গত মাসে উস্তির খাঁপুরের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম লস্করকে গ্রেফতার করে। নুরুলকে হেফাজতে নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে মগরাহাটের কলসের বাসিন্দা রাজু ওরফে ইছার নাম। এরপর ইছাকে গ্রেফতারের জন্য টানা অভিযান চালাতে থাকে পুলিশ। প্রায় মাসখানেকের চেষ্টায় গত সোমবার রাতে গ্রেফতার হয় রাজু। রাজুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ এবার অভিযান চালায় বারুইপুর স্টেশন লাগোয়া খোকন লস্করের বাড়িতে। রাতে খোকনও ধরা পড়ে পুলিশের জালে।

খোকন লস্কর ও রাজু ওরফে ইছা হালদার

কিন্তু কেন কিভাবে খুন হলেন বিশ্বজিৎ? ধৃত খোকন ও রাজুকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে, বাড়িতে খবরের কাগজ দেওয়ার সূত্রে খোকনের বাড়িতে যেতেন বিশ্বজিৎ। বাড়িতে যাওয়ার সুবাদে খোকনের স্ত্রী গীতা লস্কর ওরফে গীতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বিশ্বজিৎ। সেই সম্পর্ক ক্রমে গভীর হতে থাকে। একদিন ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বিশ্বজিৎ ও গীতাকে দেখতে পায় খোকন। এরপর বিশ্বজিৎকে খুনের পরিকল্পনা করে গীতার স্বামী। খোকন পেশায় রেডিমেড পোশাকের ব্যবসায়ী। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। বিশ্বজিৎকে খুনের জন্য ব্যবসার কর্মচারি রাজুকে সুপারি দেয় খোকন। ২ লক্ষ টাকা সুপারি দেওয়া হয়েছিল বিশ্বজিৎকে খুনের জন্য। সেইমস পরিকল্পনা করা হয়। খুনের পরিকল্পনা জানানো হয় গীতাকে। গত বছরের ৩ ডিসেম্বর বিশ্বজিৎকে ডায়মন্ডহারবারের হোটেলে আসার জন্য টোপ দেয় গীতা। প্রণয়ী গীতার ফোন পেয়ে বিশ্বজিৎ ট্রেনে চাপেন। নেতড়া স্টেশন আসার পর বিশ্বজিৎকে নিয়ে নেমে পড়ে গীতা। আগে থেকে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল রাজু। অন্ধকার নামতেই বিশ্বজিৎকে ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে প্রথমে শ্বাসরোধ করে ও পরে মাথায় ভারী কিছু আঘাত করে খুন করা হয়। তারপর দেহটি লাইনের পাশের নয়ানজুলিতে ফেলে রেখে চলে যায় গীতা ও রাজু।

পুলিশ এই তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, গীতা নাম ভাঁড়িয়ে খোকনের সঙ্গে থাকত। গীতার আসল নাম রীতা কর্মকার। মগরাহাটের চাকদার বাসিন্দা। খোকনের সঙ্গে গীতার বিয়ে হয়নি। বিবাহিত গীতাকে জোর করে তুলে নিয়ে ঘর পেতেছিল প্রভাবশালী খোকন। তবে এখনও খোঁজ নেই গীতার।

অকল্যান্ডে অচলাবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়া অকল্যান্ড জুটমিলের শ্রমিকরা সম্প্রতি পুরোদমে জুটমিল চালু করার দাবিতে ব্যস্ততম সড়ক পথ অবরোধ করে ও বিক্ষোভ দেখান। খবর পাওয়া মাত্র জগদ্দল থানার আই সি সঞ্জীব চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিল মালিকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ও অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এদিকে ভাটপাড়া অকল্যান্ড জুটমিল সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ সুত্রে জানা গেছে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মী মিলে এই মিলের মোট কর্মী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। শ্রমিকদের অভিযোগ, শ্রমিক ইউনিয়ন গুলির সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ নোটিশ টাঙিয়ে দেয়। শীঘ্র মিল খোলার আশ্বাস থাকলেও এই সংবাদ প্রেসে যাওয়ার সময় পর্যন্ত জুটমিল বন্ধ আছে। এদিকে জুটমিল কর্তৃপক্ষ এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতির কারণে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে, এই মিলের আই এন টি টি ইউ সির সাধারণ সম্পাদক জব্বার আনসারি জানান মার্চ মাসের চার তারিখ থেকে কারখানার সমস্ত কাজ বন্ধ। তবে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে কারখানা চালু করার জন্য সমস্ত ইউনিয়ন গুলির সঙ্গে মালিক কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত আলোচনা চলছে।

নাতির হাতে ঠাকুমা খুন

বিশ্বজিৎ পাল, বাসন্তী : শনিবার নাতির হাতে খুন হয় ঠাকুমা। মৃত ঠাকুমার নাম সামিরন বিবি (৮০)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে চড়াবিদ্যা গ্রামের বাসিন্দা নাজসুল নাইয়া। সে চাষবাস করে। বেশ কিছুদিন ধরে নাজমুলের বৃদ্ধা ঠাকুমা সামিরন বিবির সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছিল। এদিন রাতে নাজমুলের সঙ্গে তার ঠাকুমার বচসা বাঁধলে নাতি নাজমুল উত্তেজিত হয়ে প্রথমে লাঠি দিয়ে মারে তার ঠাকুমাকে। তারপর নাজমুল বাড়িতে থাকা বটি দিয়ে তার ঠাকুমাকে কোপ মারে। বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি হলে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। তারা বৃদ্ধাকে বাসন্তী ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সামিরন বিবিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় পুলিশ বৃদ্ধার দেহটি উদ্ধার করে এবং নাজমুল নাইয়াকে গ্রেফতার করে। এদিকে নাজমুলের মা সামিমা বিবি অভিযোগ করে বলেন তার ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ছোটদের জন্য ৫টি পার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরের মানুষের অনেক দিনের চাহিদা ছিল ছোটদের পার্কের। ঘন বসতি ও বড় বড় কমপ্লেক্স হওয়ার জন্য বাচ্চাদের খেলার জায়গা বলতে কিছুই ছিল না। সম্প্রতি সেই চাহিদা মেটালেন রাজপুর –সোনারপুর পুরপ্রধান। বোড়াল মোহিনী পাড়া, মিশন পল্লী, ১৯ নং ওয়ার্ড ব্রতী সংঘ, গড়িয়া গার্ডেন ও শ্রীনগর পশ্চিম পাড়ায় তৈরি হয়েছে ৫টি পার্ক। পার্কের নামকরণ করা হয়েছে শিশু বিতান। পার্কগুলিতে রয়েছে ছোটদের আকর্ষণীয় বিনোদন। এছাড়া রয়েছে কংক্রিটের জিরাফ, বাঘ, স্লিপ, দোলনা, নতুন ধরনের বিভিন্ন গাছ ও অভিভাবকদের বসার জায়গা। প্রত্যেকটি পার্ক পুরসভার ৫–৬ কাঠা জমির ওপর তৈরি হয়েছে। পড়াশুনার চাপ সামলে ছোটোদের মুখে হাসি ফোটাবার এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা।

ছয় বাংলাদেশি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনার জেলার হাবড়া থানার পুলিশ ৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে। ২০ মার্চ সোমবার বেলা ১টা নাগাদ হাবড়া ১নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হলো জাকির সিকদার, সহিল শেখ, শ্যামসুর মোল্লা, মুসিধা বেগম, রবিউল ইসলাম এবং মুসিধার ৬ বছরের সন্তান। গ্রেফতারের পর ২১ মার্চ মঙ্গলবার হাবড়া থানার পুলিশ তাদের বারাসত আদালতে পেশ করেন। পুলিশ সুত্রের খরব, খতরা সকলেই বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা। বাংলাদেশ থেকে তারা চোরাপথে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ভারতে প্রবেশ করেন। তাদের হাবড়া থেকে হুগলি যাওয়ার কথা ছিল। ধৃতদের বক্তব্য তারা কাজের উদ্দেশে এদেশে এসেছেন। তবে তারা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছেন কি না তা পুলিশ খতিয়ে দেখছেন।

যুবক ও যুবতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাবড়া থানার পুলিশ চলন্ত গাড়িতে মদ খাওয়ার অভিযোগে ৩ যুবক ও ১ যুবতীকে গ্রেফতার করেছে। ২১ মার্চ মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ হাবড়া নগর উখড়া এলাকার রোড থেকে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাড়িটিকেও আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

দখলের গ্রাসে উকিন্দার বিল

পরেশ দাশ : সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নদিয়া জেলার বিভিন্ন জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠেছে ইটভাটা, বাড়ি ইত্যাদি। চাকদহ পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড, রানাঘাট অঞ্চলের তাতলা পঞ্চায়েত, ঈশাননগর, চন্দ্রপুর, বেলপুর, বেলগড়িয়া, পার্বতীপুর ও মহানালা মৌজায় বিশাল অঞ্চল জুড়ে উকিন্দার বিল, বুড়িগঙ্গা ও হেরের খাল সব মিলিয়ে লম্বায় প্রায় ১০ কিলোমিটার এবং চওড়ায় প্রায় ২ কিলোমিটার। জীববৈচিত্রে ভরপুর এই উকিন্দার বিলটি বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার মুখে। বিলের লাগোয়া চন্দ্রপুর, প্রীতি নগর, অঞ্চলের একের পর এক ইটভাটাগুলি খাল, বিল দখল করে নিচ্ছে। এই উকিন্দার বিলটি আসলে মরালি নদীর অংশ। মরালি নদীও সংস্কারের অভাবে বিলুপ্তির পথে। এর সাথে সাথে বাচকো, হাঙর, গোমতি প্রভৃতি নদী হারিয়ে গেছে। অথচ এইসব অঞ্চলে হেরের খাল কাটার জন্য এক সময় চাষাবাদ খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে এই জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠেছে ইটভাটা, বসতবাটি। আবার বিলের জমিগুলি ব্যক্তিগত ভাবে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে, বুড়িগঙ্গা খালটিও এখন মৃত প্রায়। নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষার জলে পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। জলাশয়গুলো ভরাট করে গড়ে উঠছে জমি বাড়ি। বিলের জলে ব্যাপক কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে স্বাভাবিক জীব বৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আগে বর্ষায় পরিযায়ী পাখির সন্ধান পাওয়া যেত। এখন বিভিন্ন ভাবে শিকার করার ফলে ওই পরিযায়ী পাখি আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে নজরুল মন্ডল, পাখি হালদার, সুশান্ত মহাজন বলেন, সরকার থেকে যদি এটি অধিগ্রহণ করে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে তাহলে প্রাচীন ঐতিহ্য ও জলাভূমি সংরক্ষণের আইন বজায় রাখা সম্ভব হবে।

তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে বীরভূম, সঙ্গী জলসঙ্কট ও লোডশেডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিউড়ি : চৈত্র মাসেই তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা বীরভূম জেলা। সঙ্গী হয়েছে জলসঙ্কট ও লোডশেডিং। 'লু' বইছে জেলায়। ৩০ ও ৩১শে মার্চ বীরভূম জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪০ ও ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল এগারোটার পর থেকে শুনশান হতে শুরু করছে রাস্তাঘাট। বিকাল চারটে পর্যন্ত। বাড়ছে অসুস্থতা। ঘনঘন জল এবং নুন চিনির সরবত খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তাররা। মুরারই বাজারে একটিমাত্র কল। জলকষ্টে ভুগছে মুরারই এলাকা। প্রচন্ড গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে গোটা বীরভূম জেলা। শুরু হয়েছে লোডশেডিং ও জলকষ্ট। ইলামবাজার, চিনপাই সহ বীরভূম জেলার নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে লোডশেডিং –র দাপট। ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। গরমে রক্তের আকাল মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে বিভিন্ন সংস্থা। জেলাজুড়ে বিক্রি বাড়ছে হাতপাখা, মাটির কলসি, আইসক্রিম, সরবতের।

অন্যদিকে, আচমকা ঝড় বৃষ্টিতে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলো জেলাবাসী। বাজ পড়ে মারা গিয়েছে এক যুবক। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন যুবক। ৮, ৯ এবং ১০ই মার্চ ঝড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হয় জেলাজুড়ে। ৮ মার্চ বিকাল, ৯ই মার্চ দুপুর, ১০ই মার্চ সকাল ও বিকালে ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হয় চিনপাই গ্রামে। সঙ্গে ছিলো মেঘের গর্জন। ১০ই মার্চ সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত লোডশেডিং –এ নাজেহাল হয়ে পড়ে চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা।

১০ই মার্চ শুক্রবার দুপুরে মাঠে আলু তোলার সময় বাজ পড়ে আহত হয় চার যুবক। কাকরতলা থানার নবসন গ্রামের ঘটনা। আহত চারজনকে নিয়ে যাওয়া হয় বাহাদুরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। উজ্জ্বল বাগদি নামের এক যুবক মারা যায়। ভোম্বল, মনোর'ন বাগ্দী সহ তিনজন চিকিৎসাধীন। ভ্যাপসা গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়ে গেলো অকাল এই আচমকা বৃষ্টি । এক ব্যাক্তির বক্তব্য, 'সবে এখন চৈত্র মাস, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস বাকী। দেখুন আরো কত গরম পড়বে বীরভূম জেলায়।' তারমধ্যে এই তীব্র গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে জেলাবাসী। গরমে রক্তের আকাল মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্বাভাবিকভাবেই বলাই যায়, চৈত্র মাসেই তীব্র তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা বীরভূম জেলা। সঙ্গী হয়েছে জলসঙ্কট ও লোডশেডিং।

বিজেপি ঘুম কেড়েছে সূর্যকান্তদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর : 'সামনে ৫ এপ্রিল রামনবমীর দিন সতর্ক থাকতে হবে প্রত্যেক রাজ্যবাসীকে। কারণ ওইদিন রাজ্যে দাঙ্গা বাধানোর ছক কষছে বিজেপি ও তার দোসর আরএসএস।' রবিবার মথুরাপুরে দলীয় এক প্রতিবাদসভায় এ কথা বলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। অন্যদিকে নাম না করে আরও একবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সারদা, নারদ নিয়ে তোপ দেগে সিপিএম

রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'সারদা, নারদার মাথা উনি (পড়ুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়), ওঁকে জেরা করে এই দুর্নীতির তদন্ত করা উচিত।' এদিন দলীয় নেতা সালাউদ্দিন হালদারের খুনিদের গ্রেফতারির দাবিতে মথুরাপুর থানার পাশে এক প্রতিবাদ সভা ছিল। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক শমীক লাহিড়ী, রাহুল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন নিহত নেতার স্ত্রী পুষ্পিতা হালদার। গত ২২ মার্চ রাতে বাড়ির পাশে মথুরাপুর–পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদক সালাউদ্দিনকে গুলি করে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। সেই খুন ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন নিহত নেতার স্ত্রী। এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। এদিনের সভা থেকে খুনিদের গ্রেফতারের জন্য ১০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। নাহলে অবস্থান বিক্ষোভে বসবে দল।

এদিনের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। এদিন বাঁকুড়াতে পার্টি ক্লাস চলাকালীন পার্টিনেত্রী দেবলীনা হেমব্রম–সহ পার্টির কর্মী সমর্থকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন সূর্যবাবু। শনিবার ভবাদিঘি যাওয়ার পথে বিকাশ ভট্টাচার্য ও দেবলীনা হেমব্রমের ওপর আক্রমণের বিষয়ে সূর্যবাবু বলেন, 'আক্রমণ যত বাড়বে, প্রতিরোধ তত বাড়বে। আসলে তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই এই আক্রমণ। শনিবার কলকাতায় মিছিল হয়েছে। রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল হয়েছে। সরা দেশে এই আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল হবে।' সালাউদ্দিনকে খুন নিয়ে সূর্যকান্ত বলেন, 'আসলে হাঁস, মুরগীর মতো পঞ্চায়েত কিনেছে তৃণমূল। কিন্তু সালাউদ্দিনকে কেনা যায়নি। তাই খুন করল ওদের পোষা দুষ্কৃতীরা। সাংসদ ঋতব্রত বলেন, 'আসলে এ রাজ্যে প্রতিদিন গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হচ্ছে। পুলিশ লালবাতি লাগানো গাড়িচড়া চোরেদের স্যালুট করছে। আর তৃণমূলের লোকজনের ভয়ে পুলিশ টেবিলের তলায় লুকোচ্ছেন। এক শ্রেণির পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। তৃণমূলের ঠ্যাঙারে বাহিনী আর পুলিশ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।'

মহানগরে

আমরুট প্রকল্পে টালার সংস্কার

বরুণ মন্ডল : ব্রিটিশ শাসনকালে ১৯১২ সালে নির্মিত উত্তর কলকাতার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কলকাতার ঐতিহ্যবাহী টালা জলাধার আজ ক্ষয়ের পথে। এশিয়ার প্রাচীনতম প্রায় ৯ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এই জলাধারের মোট ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪টি ছিদ্রের সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে এই ছিদ্রগুলি সংস্কার না হলে ওই ছিদ্র দিয়ে অনবরত জল বেরিয়ে ইস্পাতের আয়ু হ্রাস পাচ্ছে। নয়টি ইস্পাতের স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো ভূতল থেকে ৮০ ফুট উর্দ্ধে এই জলাধারের গভীরতা ১৬ ফুট। এই জলাধারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য জলাধারটিতে একাধিক ভাগ রয়েছে। যখন যে ভাগটির সংস্কার চলবে তখন অন্য ভাগগুলি দিয়ে শহরে জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হবে। এই জলাধারের আরও বৈশিষ্ট্য, ১৬ ফুট গভীরতার জলাধার কখনই সম্পূর্ণ ভরা হয় না। আর ধাপে ধাপে যখন সংস্কার কাজ চলবে তখন যে ভাগের সংস্কার কাজ চলছে না। সেই ভাগটি পুরো মাত্রায় ব্যবহৃত হবে। ফলে টালা জলাধার থেকে উত্তর ও মধ্য কলকাতা বিস্তীর্ণ অংশ (কলকাতা উত্তর নির্বাচন ক্ষেত্র) ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার একাংশে পরিস্রুত মিষ্টি জল সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না। কলকাতার ৬০ ভাগেরও বেশি নগরবাসী (২০১১–র জনগণনা হিসাবে কলকাতার প্রকৃত বাসিন্দা ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৪১ জন) এই জল পায়। পুর সূত্রে খবর শতাব্দী প্রাচীন এই জলাধারটি সংস্কারে ব্যয় হবে মোট ৮০ কোটি টাকা। আর এই ব্যয়ের ৫৭ শতাংশ দিচ্ছে রাজ্য সরকার, ৩৩ শতাংশ আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আর বাকি ১০ শতাংশ কলকাতা পুরসংস্থার নিজের ভান্ডার থেকে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফরমেশন (আমরুট)' প্রকল্পের আর্থিক অনুদানের অনুমোদন বেশ কিছুদিন আগেই পুরসংস্থার হাতে এসে গিয়েছে। প্রসঙ্গত ১৮৬৮ সালে ব্রিটিশ সরকার নির্মিত ব্যারাকপুরস্থিত পলতা জলপ্রকল্প থেকে পরিশ্রুত মিষ্টি জল পলতা–টালা প্রায় ২২কিলোমিটার আগরপাড়া বি টি রোড বরাবর একাধিক পাইপলাইন যোগে টালা জলাধারে গিয়ে এসে তা কলকাতাবাসীর জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভর্তুকিযুক্ত গ্যাসের দাম বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের বর্তমান মোদি সরকারের একমেবাদ্বিতীয়ম 'শাসন–নীতি' যথাযোগ্য পদ্ধতির দ্বারা সমস্ত পণ্য সামগ্রী থেকে ভর্তুকি তুলে, সকল দেশবাসীকে 'স্বয়ম্ভর' করে তোলা। আর তারই একটি দৃষ্টান্ত হল, ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম কমিয়ে, ভর্তুকিযুক্ত সিলিন্ডার প্রতি দামের বৃদ্ধি ঘটানো। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গত ১ এপ্রিল ভর্তুকিযুক্ত প্রতি সিলিন্ডারের দাম স্থানীয় করসহ ৫.৯৭ টাকা বাড়িয়ে ৪৪২.৯০ টাকা করা হল। ফলে ভর্তুকিহীন ও ভর্তুকি যুক্ত ১৪.২০০ কিলোগ্রাম ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দামরে তফাৎ কমে দাঁড়ালো ২৯৯.১০ টাকা। প্রসঙ্গত, মার্চ মাসে ওই দুই ধরণের সিলিন্ডারের দামের তফাৎ ছিল ৩২০.৫৭ টাকা

রেকর্ড গরমের পূর্বাভাস, হাসফাঁস করছে শহর

জলস্তর কমছে, পুরকর্তা অসহায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'গত ছয় দশকে কলকাতা মহানগরীর ভূগর্ভের জলস্তর ৭ থেকে ১৩ মিটার নেমে যাওয়ার মূল দায়–দায়িত্ব বর্তায় কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের ওপর। কলকাতার ভূগর্ভের জলস্তর যে কমছে পুর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবহিত।' বক্তব্য কলকাতাস্থিত এক প্রবীণ 'নগর পরিকল্পনা' বিশেষজ্ঞের। তাঁর আরও বক্তব্য, মধ্য কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় বিপজ্জনক বাড়িটি ভেঙে পড়ে দু'জন বাসিন্দার মৃত্যুর পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুততার সঙ্গে রাজ্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়েন। কলকাতার অসংখ্য জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ি সংক্রান্ত সংশোধনী বিল 'দি কলকাতা মিউনিসিপ্যালি কর্পোরেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল–২০১৭' পুর অধিবেশন থেকে বিধানসভায় পাশ করিয়ে এখন আইনে (নতুন ধারা ৪১২এ) পরিণত হওয়ার পথে। অথচ, গত পাঁচের দশকের শেষদিক থেকে কলকাতায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমেই চলেছে তা সত্ত্বেও পুর কর্তৃপক্ষ আইন করে এখনও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারল না। তাহলে কী পুর পরিষেবা বিষয়ে সচেতন দফতর প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রতি কলকাতাবাসীর মাথা পিছু দৈনিক ৪০ গ্যালন জল সরবরাহের জায়গায় এখনও পৌঁছোতে পারেনি। শহরের বহুতল ভবনগুলিতে পুরসভার জলের সংযোগ আছে। পাশাপাশি পুরসংস্থাকে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে গ্যালন প্রতি জলের দাম দিয়ে জলক্রয়ের অতিরিক্ত সংযোগ নিয়ে তাতেও প্রয়োজন মতো সমস্ত ফ্ল্যাটের জল না পাওয়ায় পাম্প চালিয়ে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জল বহুতল ভবনগুলি তুলছে এক রকম বাধ্য হয়ে। পুর জল সরবরাহ দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য কলকাতা মহানগরে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। কিন্তু সে জল মহানগরীর ভূস্তরে ফিরছে না।

কলকাতা পুর সংস্থার মোট ১৬টি বরোর মধ্যে সাত (ওয়ার্ড নম্বর : ৫৬–৫৯, ৬৩–৬৭) ও আট (ওয়ার্ড নম্বর : ৬৮–৭০, ৭২, ৮৩–৮৮ ও ৯০) নম্বর বরোতে জলস্তর নামার প্রবণতা সব থেকে বেশি।

ভূ–বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, কলকাতায় বৃষ্টির যে জল জমছে তার শতকরা ২০ ভাগও মহানগরের ভূস্তরে যাচ্ছে না। শতকরা ৮০ ভাগ জল নিকাশি নালা দিয়ে খাল হয়ে নদীতে ফিরে যাচ্ছে। নবনির্মিত বহুতলগুলির নকশায় এবং মহানগরের প্রায় ৭০০ উদ্যান ও আইল্যান্ডগুলির নকশায় বৃষ্টির জল ভূস্তরে ধরে রাখতে হবে বলে একাধিকবার নির্দেশিকা পুরসভা জারি করেছে। কিন্তু, পুর কর্তৃপক্ষ জোড়ালো আসন করে এখনও তা বাধ্যতামূলক করতে পারেনি। ওই নগর–পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষের গাফিলতি এখানেই। প্রসঙ্গত, মধ্য কলকাতায় কেন্দ্রীয় পুর ভবনের বিপরীতে চ্যাপলিন পার্কের ভূগর্ভে গাছে দেওয়ার জন্য বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ৮ এপ্রিল – ১৪ এপ্রিল, ২০১৭

রাম নামে কেন এত ভয়?

গান্ধিজী স্বয়ং ছিলেন অহিংসার পূজারি। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের প্রকাশ্যে কোনও বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায় না। একদল বাংলার দামাল ছেলে বাপুজির কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন কেন তিনি সভা শুরুর আগে নিয়মিত রামধুন সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন। কারণ, শ্রীরামচন্দ্রের কাঁধে থাকত 'হিংসা'র প্রতীক তীর ও ধনুক। সে সময়ের অন্যতম গণজ্ঞাপক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি নীরব ছিলেন। বাংলার বিপ্লবীদের কাছে তাঁর এই মৌনতা মান্যতা পায়নি। সম্প্রতি শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে বাংলার রাজনীতিতে।

রাম নামের ভয় সেদিনও ছিল আজও আছে। এর একটি মাত্র কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে নিদারুণ দৈন্যতা। রামসেতু নিয়ে একদা সোনিয়া গান্ধির দল যেমন অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছিলেন, আজও দেখা যাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাপালনের এবং ন্যায়ের প্রতি যে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তা নিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতাজনিত উক্তি যা ক্রমশ সঞ্চালিত হচ্ছে উঠতি রাজনীতিকদের চিন্তায় ও মননে।

অসত্য অধর্মকে বধ করতে সর্বদেশে সর্বকালে শক্তির আশ্রয় নিতেই হয়। এমনকী ভারতবর্ষের মতো পঞ্চশীল নীতির প্রতি ঘোষিত রাষ্ট্রও প্রজাতন্ত্র দিবসের সময় প্রতিবেশীদের কাছে শক্তি প্রদর্শন করে থাকে। আর পরমাণু রাষ্ট্রধর শক্তিগুলি প্রকাশ্যেই পেশী আস্ফালনের প্রতিযোগিতায় নেমে থাকেন। কারবালার রক্তাক্ত প্রাঙ্গণকে স্মরণ করে আজও বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে থাকেন। দুর্গাপুজোর মহা সন্ধিক্ষণে বীরাষ্টমীর ব্রত উদযাপন পরাধীন দেশে বিপ্লব সাধনাকে উজ্জীবিত করেছিল। আজ তলোয়ার, ছুরি, ত্রিশুল এগুলি সঠিক অর্থে অস্ত্রের প্রতীক মাত্র। এ কে ৪৭, এসেলার গান প্রভৃতি আজ বিশ্বব্যাপী আতঙ্কবাদীদের সাধারণ অস্ত্র। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীকি অস্ত্র ভারতের বনবাসী জীবন জীবিকার প্রতীক মাত্র। আইন আদালত 'অস্ত্রের সংজ্ঞা' নির্ধারণ করুন। কিন্তু ভ্রাতা ভরতের অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র ন্যায় নীতির কারণেই ভারতের জীবনে জড়িয়ে রয়েছেন সর্বস্তরে। রাজনীতি করতে গিয়ে কখনই শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শের দিকে কলঙ্ক লেপনের হীন অপচেষ্টা সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের রাজনীতির উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের তাড়নায় শ্রীরামচন্দ্রকে অপমান করার প্রবণতাকে ধিক্কার।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারে, সে ধনী হওয়ার যোগ্য নয়। তখন তাহার নিকট জীবন কষ্টকর ও জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা আমাদের শারীরিক ভোগের জন্য অনেক কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, কিন্তু আমরা নিজ কর্মের দ্বারা যাহা উপার্জন করি, তাহাতেই আমাদের প্রকৃত অধিকার। একজন নির্বোধ জগতের সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেগুলি তাহার পুস্তকাগারে পড়িয়া থাকিবে মাত্র, সে যেগুলি পড়িবার উপযুক্ত শুধু সেগুলিই পড়িতে পারিবে, এবং এই যোগ্যতা কর্ম হইতে উৎপন্ন।

আমরা কিসের অধিকারী বা আমরা কি আয়ত্ত করিতে পারি, আমাদের কর্মই তাহা নিরূপণ করে। আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী, এবং আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইবার শক্তিও আমাদের আছে। আমাদের বর্তমান অবস্থা যদি আমাদের পূর্ব কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি, আমাদের বর্তমান কর্ম দ্বারাই তাহা হইতে পারি। অতএব আমাদের জানা উচিত কিরূপে কর্ম করিতে হইবে। তোমরা বলিবে, 'কর্ম কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আবার শিখিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তো কোন না কোন ভাবে এই জগতে কাজ করিতেছে'। কিন্তু 'শক্তির অনর্থক ক্ষয়' বলিয়া একটি কথা আছে। গীতায় এই কর্মযোগ সম্বন্ধে কথিত আছে, 'কর্মযোগের অর্থ কর্মের কৌশল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কর্মানুষ্ঠান।' কর্ম কি করিয়া করিতে হয় জানিলে তবেই কর্ম হইতে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, সকল কর্মের উদ্দেশ্য মনের ভিতরে পূর্ব হইতে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা, আত্মাকে জাগাইয়া তোলা। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এই শক্তি আছে এবং জ্ঞানও আছে। এই সকল বিভিন্ন কর্ম যেন ওই শক্তি ও জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিবার, ওই মহাশক্তিগুলিকে জাগ্রত করিবার আঘাতস্বরূপ। মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকে। কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য হইতে পারে না। কোন কোন লোক যশ চায়, তাহারা যশের জন্য কার্য করে। কেহ কেহ অর্থ চায়, তাহারা অর্থের জন্য কার্য করে।

ফেসবুক বার্তা

তিনটি বস্তু
মানুষকে ধ্বংস করে।

লোভ হিংসা
ও অহংকার

কপিল সিব্বলরা নৈরাজ্যের ভিতকেই মজবুত করে

নির্মল গোস্বামী

এ কথা ঠিকই যে রাজনীতির দ্বার অত্যন্ত প্রশস্ত। সেই সিংহ পথে অবাধ প্রবেশাধিকার। ইদানিং দেখা যাচ্ছে চোর গুন্ডা–বদমাশ, খুনের অভিযুক্ত, ধর্ষণের অভিযোগ আছে এমন ব্যক্তিরা অনায়াসেই দলের টিকিট পাচ্ছে এবং জিতে আইনসভা ও দলকে ধন্য করছে। কারও কিছু বলার নেই গণতন্ত্র সম–অধিকার সংবিধান প্রদত্ত। তবুও সমালোচনা হয়। এবছর নির্বাচনে মোট কত জন অভিযুক্ত অপরাধী দাঁড়িয়েছে? কোন দলের কত জন? ইত্যাদি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। কেন না যদিও আইন বিরুদ্ধ নয়, তবু তো গণতন্ত্রের পরিচ্ছন্ন ইমেজের পরিপন্থী বলে মনে হয়। তাই বোধ হয় বিগত বিধানসভা নির্বাচনে জেলে থাকা দোর্দন্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতার পরাজয় হল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে দলগুলো নিজেদের স্বার্থে যে সব অপরাধীদের দাঁড় করায় জনগণ সহজে তাদের মানতে চায় না। কারণ নেতাদের ধারণার সঙ্গে জনগণের ধারণার একটা বিরাট ফাঁক আজও রয়ে গেছে। আবার এই ফাঁকটাই হল গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য বা মহিমা বলা যেতে পারে। নেতাদের ধারণা আইন আমরা তৈরি করি। তাই আইনকে হাতের পুতুলের মতো যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা নাচাতে পারি। আইনের নিজের চলার শক্তি নেই। তাই শাসকের অঙ্গুলি হেলনেই তার চলা। দেশের নেতারা এই ধারণা নিয়েই চলে। একটা খুব টাটকা উদাহরণ দেখুন। অ্যালকেমিষ্ট–এর বিরুদ্ধে এতোদিন গত কয়েক বছর ধরে টাকা ফেরত না দেবার কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায় শত শত অভিযোগ প্রকাশিত হয়ে এসেছে। না মুখ্যমন্ত্রী না পুলিশ প্রশাসন টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আর যেই ম্যাথু স্যামুয়েল বলল যে নারদ স্টিং অপারেশনের টাকা অ্যালকেমিষ্ট–এর মালিক কে ডি সিং দিয়েছে তখনই পুলিশ এবং প্রশাসন কোমর বেঁধে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিয়েছে। কারণ শাসক দলের স্বার্থে ঘা লেগেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে আইন তাদের হাতের ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার আসি জনগণের ধারণার প্রসঙ্গে। দেশের আপামর জনগণের আজও ধারণা যে দেশ চলে ন্যায়ের উপর ভিত্তি করে। তারা জানে যে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি হওয়া মানেই অপরাধ। এই ধারণা সেই রাজতন্ত্রের আমল থেকে জনমনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে ন্যায় বিধি অনুসারে রাজ্য শাসন করে না। তাই রাজাই আমাদের ঈশ্বর। রাজার প্রথম ও প্রধান কাজ হল ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা (ন্যায়ের সমার্থক শব্দ)। তাই ভারতীয়দের কাছে রাজাই ঈশ্বর। ঈশ্বরই রাজা যেমন রাম এবং শ্রীকৃষ্ণ। সুশাসক আবার ঈশ্বরও। ভারতবাসীর ইহকাল পরকাল সবই এনাদের পদতলে সমর্পিত। বর্তমান গণতন্ত্রেও সেই

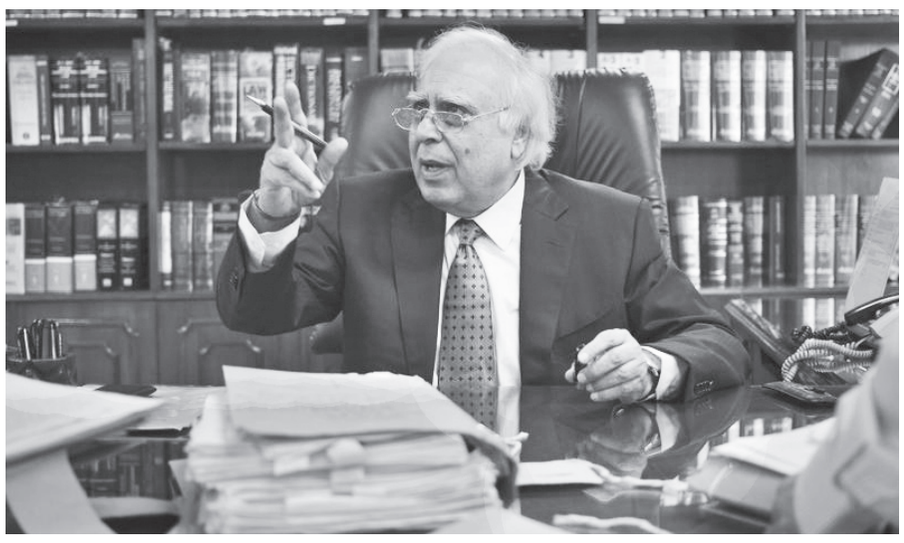

ধারণা কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। পরকালকে বাদ দিয়ে ইহকাল তো বর্তমান নেতা মন্ত্রীর হাতেই সমর্পিত আছে। এবং দেশ ন্যায় নীতির উপর ভর করেই চলেই। তাই ভোটের সময় নেতারা প্রতিশ্রুতি দেয় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব বলে। আর রাষ্ট্রের ন্যায়ের প্রতি আস্থা রেখেই জনগণ ঠিক সময়ে কর দেয়। রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলে। আদালতের রায় মাথা পেতে নেয়। ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস যা সুদ দেয় তাই হাত পেতে নেয়। অধিকাংশ জনগণ সুনাগরিকের সব কর্তব্যই সম্পাদন করে নীরবে।তাই তো ভারতবর্ষ আজও পৃথিবীর বৃহত্তর গণতন্ত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে বিশ্বের দরবারে। জনগণের রাষ্ট্রের ন্যায়ের প্রতি আস্থা আছে বলেই নৈরাজ্য তেমন ভাবে মাথা তুলতে পারেনি।

নেতারা যে ন্যায়ের শাসন চান না এই গোপনীয়তা যখন প্রকাশ হয়েপড়ে জনসমক্ষে তখনই জন ধারণা ধাক্কা খায়। আর তারই ফোঁকর দিয়ে দেশের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে নৈরাজ্য দেখা দেয়। এর জন্য দায়ী থাকে ওইরূপ ভন্ড নেতারা। কপিল সিব্বল ভারতের প্রাক্তন মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী ছিলেন। তিনি আবারও দুঁদে আইনজীবী। আমরা জানি যে আমাদের দেশের বেশির ভাগ নেতারাই আইনের ছাত্র। কারণ যারা ভালো আইন জানে তারাই আইনের ফাঁকও বেশি জানে। তাই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই হোক অথবা আইন ভঙ্গ করার অভিপ্রায়েই হোক দুক্ষেত্রেই আইন জানা লোকের সুবিধা বেশি। আমরা জানি নেতা হবার পূর্বের পেশায় 'হেরো' নেতার আবার ফিরে যায় পেটের টানে। কপিল সিব্বল মন্ত্রীত্ব হারিয়েছেন তাঁর দল ক্ষমতাচ্যুত। তাই আবার কালো শামলা গায়ে তুলে নিতে হয়েছে। কিন্তু ন্যায় নীতি জলাঞ্জলী দিতে হবে কোন যুক্তিতে? তিনি আইনজ্ঞ। তাই কোর্টের রায়কে তাঁর স্বাগত জানানোটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। নারদ কান্ডে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে সিবিআই দতন্তের জন্য। দোষীরা তো ভয় পাবেই। তারা চাইবে সিবিআই তদন্ত না হোক। কিন্তু সিব্বল সাহেব কেন চাইবে? তিনি আজও কংগ্রেসের নেতা। দেশের নেতা চাইবে না যে দুর্নীতির সঠিক তদন্ত হোক। দেশেরপ্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা কি রইল? একজন মানুষ গায়ে গাউন চড়ালেই কি ন্যায়নীতি ধর্ম সব জলাঞ্জলী দিতে হবে? তিনি কোন মুখে আগামী নির্বাচনে ভোট চাইবেন? সিবিআই সাংবিধানিক ভাবে, সতন্ত্র তদন্ত সংস্থা। তারা দেশের স্বার্থে আইন মোতাবেক নিরপেক্ষ তদন্ত করে এটা তো বিশ্বাস করতে হবে, বিশ্বাস না করলেও মান্যতা দিতে হবে। কারণ একদিন তিনিও তাঁর দল এই দেশে শাসন করেছে। এই সংবিধান, এই হাইকোর্ট, এই সুপ্রিম কোর্ট এই সিবিআই সব কিছুকে মেনে নিয়ে। কপিলবাবু যদি মনে করেন যে সিবিআই নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দেয় তাহলে এক দশক ধরে সেই সিবিআইকে নিয়ে দেশ শাসন করলেন কি করে? আজ অর্থের জন্য নিজের দলের লোকেদের করা মামলার বিরোধিতা করতে হচ্ছে কদর্যভাবে। জনসাধারণ জানতে চায় কে ঠিক আপনার দলের পশ্চিমবঙ্গের নেতারা ঠিক না আপনি ঠিক।

কংগ্রেসের নেতারা নারদ মামলায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে। কি ভুল করেছে, না কি হাইকোর্ট ভুল জাজমেন্ট দিয়েছে বলে মনে করেন? কোনটা আপনার আইনি যুক্তিতে ঠিক বলে মনে করেছিলেন? সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রমাণিত যে আপনার কোনও যুক্তিই ঠিক নয়। নাকে খত দিয়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। একজন সাধারণ উকিলের কাজের সমালোচনা কেউ করে না। কিন্তু কপিলসাহেব শুধু উকিল নন। কংগ্রেসের নেতা, দেশের প্রাক্তন মন্ত্রী। আপনার দায়িত্ব কোথায় উবে গেল? যদি নিজের দলের লোকদের বাঁচাবার জন্য লড়তেন তবুও কথা ছিল। এটা যে শুধু টাকার জন্য লড়াই তা সর্বজন বুঝেছে। আর যে মানুষ টাকার জন্য সত্য ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে দুবার ভাবে না সেই লোকের হাতে দেশের মন্ত্রীত্বের ভার দেওয়া যায় কি? পূর্বে কতটা নির্লিপ্ত ভাবে মন্ত্রীত্ব পালন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকছে কিন্তু। শুনেছি বারবণিতারাও খদ্দেরের বাছবিচার করে। দেশের নেতাদের যদি লোভ সংবরণের সংযম না থাকে তাহলে জনগণ কি শিক্ষা দেবে? ব্যক্তি স্বার্থের কাছে দলের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ ন্যায় বোধ সব যদি ভেসে যায় নেতাদের হাতে, তাহলেই ওই পূর্বকার্যত ফাঁকটুকু বেআব্রু হয়ে পড়ে। জনগণের মনেও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা চলে যায় জন্ম নেয় নৈরাজ্য। তার জন্য দায়ী থাকে ওই সব ভন্ড নেতারা।

সেরা বিদ্যালয় দিশা দেখাচ্ছে

রিম্পি ঘোষ

সম্প্রতি হুগলি জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে 'সেরা মিড ডে মিল' – এর পুরস্কার জিতে নিল চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুজবরণ সরকার জানান, ১৯৬২ সালে স্থানীয় বাসিন্দা দীনেশ পুততুন্ডু এলাকার ছোটছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৬৭ সালে এই বিদ্যালয় সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। কুলিহান্ডা মৌজার অন্তর্গত এই রবীন্দ্রনগর এলাকাটিতে মূলত পূর্ববঙ্গের লোকেদের বাস। পঞ্চাশ – ষাটের দশকে বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় ৪০ টি পরিবার এখানে বাস করত। এখন তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় পাঁচশতাধিক হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। এহেন পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ে প্রাক– প্রাথমিক শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১৫৮ জন ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। প্রধান শিক্ষক সহ প্রায় ৭ জন শিক্ষক এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রায় ২.২০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা দ্বিতলভবন বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৬টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। বিদ্যালয়ে পাঠরত ছেলে ও মেয়েদের জন্য রয়েছে আলাদা শৌচাগার। ১৫৮ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে কয়েকজন ছেলে–মেয়ে মুক ও বধির এবং ২জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। এই ২জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলে – মেয়ের জন্য আছে বিশেষ শৌচাগারের ব্যবস্থা। এছাড়া বিদ্যালয়ে রয়েছে ১ টি কম্পিউটার। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। বিদ্যালয়ের ছোটছোট ছাত্র – ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে প্রাক – প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রী কেয়া মন্ডল, সর্বাণী মন্ডল, প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রী লক্ষী মিস্ত্রি। এদের কারও বাবা মিস্ত্রির কাজ করে, কারও বাবা আবার ঘরামির কাজ করে, কারও মা বিঁড়ি বাঁধে, কারও মা আবার লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে। এইসকল নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে – মেয়েদের যাতে পড়াশোনা ব্যহত না হয় তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা। গোলাপী মন্ডল, সন্ধ্যা বিশ্বাস ও অনিতা বারুই এই তিনজন রয়েছেন মিড ডে মিলের রান্নার দায়িত্বে। হেড কুক গোলাপী মন্ডল জানান, দিল্লি থেকে সরকারি প্রতিনিধি এসে আমাকে রান্নার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। গত প্রায় ১১ বছর ধরে আমি এই রান্নার কাজ করছি।

বর্তমানে আমার মাসিক বেতন প্রায় ১,৫০০ টাকা। আগের তুলনায় মাইনে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার ছেলে – মেয়ে, নাতি – নাতনি সবাই এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। মিড ডে মিলে সাধারণত ভাত, তিতার ডাল, ডিমের ঝোল এইসব রান্না করা হয়। কিন্তু মাঝে মধ্যে মুখের স্বাদ বদলানোর জন্য জিরা রাইস, সয়াবিনের মাঞ্চুরিয়ান, ভেজিটেবিল ফ্রাইড রাইস, টমেটোর ডাল প্রভৃতি নতুন নতুন রান্না করে বাচ্চাদের খাওয়ানো হয়। মূলত রান্নার এই নতুনত্বের জন্যই

মিড ডে মিলের প্রথম পুরস্কার লাভ করেছি এমনটাই জানালেন প্রধান শিক্ষক অনুজবাবু। ২০১৫ সালে 'নির্মল বিদ্যালয়' ও সম্প্রতি হুগলি জেলার গ্রমা'লের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে 'সেরা মিড ডে মিল' – এর পুরস্কার লাভ করে এই বিদ্যালয়। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১৩১ টি থালা – বাসন প্রদান করেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

কিন্তু বিদ্যালয়ের এই শতাধিক ছেলে – মেয়েদের বসিয়ে মিড ডে মিল খাওয়ানোর মত পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে অভিযোগ অনুজবাবুর। এই বিষয়ে হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্মলেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন আমরা ছাত্র–ছাত্রীদের বসিয়ে মিড ডে মিল খাওয়ানোর আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে অর্থ একটি বড় ব্যাপার। এখানে যার পড়ে তারা খুবই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। তাদের পড়াশোনার উন্নতি করার জন্য যা যা করা দরকার তাই করব।

পাঠকের কলমে

কলসের জাদু

সম্প্রতি আলিপুর বার্তায় সাংবাদিক কুনাল মালিকের কলসের পালক শিল্পীদের নিয়ে প্রকাশিত নিবন্ধটি প্রসঙ্গে জানাই কলস সহ ওই অঞ্চলের পালক শিল্পীদের হাতের তৈরি রং বেরঙের বিবিধ জাদুর খেলা কয়েক দশক ধরেই ভারতবর্ষ সহ পাশ্চাত্যের জাদু জগতের কাছে বিশেষ সমাদর পেয়েছে। এই সাথে ভারত সরকার দশকের পর দশক ধরে অতি মূল্যবান বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে আসছে।আর বাংলার পালক শিল্পীদের হাতের তৈরি জাদুর খেলা যে সারা পাশ্চাত্যের জাদু জগতের কাছে বিশেষ মূল্য পেয়েছে তার পিছনেও অবদান যার তিনি হলেন শাশ্বত জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়র। তবে সে কাহিনী অনেক বিস্তৃত, তার জন্যে আলাদা নিবন্ধ লিখতে হবে। সব শেষে সাংবাদিক কুনাল মালিককে জাদু জগতের তরফে অভিবাদন তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুকর) কলকাতা –২৫

দূষণ বন্ধে দূষণ

পুর এলাকার দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যা উত্তরণে দমদম পুরসভার পুর কর্তৃপক্ষ পুর এলাকার সর্বত্র ৪০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বলবৎ করল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। নিকাশি ও পরিবেশের পক্ষে যা খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু প্লাস্টিকের বদলে যে দ্রব্যের ব্যবহার পুর কর্তৃপক্ষ চালু করলো সেটি তো পুরবাসীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর গত পয়লা জানুয়ারি থেকে কলকাতা মহানগরীর সর্বত্র খবরের কাগজে মুড়ে জলীয় ও তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্যের বিক্রয় জোরালো ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আর খবরের কাগজের ঠোঙার বিকল্প হিসাবে মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ কলকাতায় কম কার্বনযুক্ত সাদা কাগজ বা পাতলা বাদামি রঙের কাগজের ঠোঙার ব্যবহার চালু করেন। কলকাতা পুর স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য, খবরের কাগজ ছাপার কালিতে সীসা ও কার্বনের মাত্রা বেশি থাকায় এবং কালি কাঁচা থাকায় তা অতি সহজেই জলীয় বা তৈলাক্ত জলীয় খাবারের গায়ে লেগে খাবারের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে ওই খাবার খেয়ে শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কলকাতাবাসীদের বিষয়টি জানানোর জন্য এখন কলকাতায় জোর প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। সেখানে দমদম পুর কর্তৃপক্ষ পুর এলাকার বাজারে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের বদলে খবরের কাগজে মুড়ে মাছ বিক্রি ২ মার্চ থেকে চালু করল। কলকাতায় হলে পুর স্বাস্থ্য দফতর এইভাবে মাছ বিক্রির বিক্রেতাদের মালপত্র পুলিশকে দিয়ে বাজেয়াপ্ত করত। একটা রাজ্যে দুই প্রতিবেশি পুরসভার দু'রকম আইন জারি, সত্যিই খুবই হতবাক করা ঘটনা।

তরুণ মন্ডল, সরসুনা বেহালা

মতামত

আলিপুর বার্তার (Vol.50 issued 8th Oct. to 14th Oct) ডাঃ বিজয় ভূষণ রায়(পাহাড়ীপাড়া, পোঃ ও জেলা জলপাইগুড়ি শ্রী সুকুমার মণ্ডলের সখি ভাবনা কাহারে বলে – রচনাটি একটি রম্যমূলক তথা স্যাটায়ার–ধর্মী (Sataire) লেখা। তার লেখার ছত্রে ছত্রে উঠে এসেছে বর্তমান যুগকালের সমাজ ব্যবস্থা, হিন্দুদের বারোয়ারী পুজোমণ্ডলীর ওপর যে ধরণের স্পনসরসিপ করা হয় তার উদ্দেশ্যে– রুজিরোজগারের (উপার্জনের) একটা সুকৌশল ছাড়া কিছু না। লেখক সেই সমস্ত তথ্যগুলো বাস্তব সম্মতভাবে ও নিঁখুত মুন্সিয়ানায় তার কলমে তুলে এনেছেন – সেগুলো সত্যি বলতে কি অপ্রিয় সত্য কথন।

তিনি শ্লেষাত্মক ভাষায় অথচ মাধুর্যরসে সিঞ্চিত করে রচনাটি সুখপাঠ্য করেছেন। এককথায় লেখক শ্রী সুকুমার মণ্ডলের রম্য ও রসাত্মক লেখার হাতটি অতি উপাদেয় ও সাবলীল। উল্লেখযোগ্য আধুনিক সমাজে পূজা–পার্বণ গুলি নানাভাবে স্পনসরসিপের সৌজন্য বাণিজ্যিক (Commercial) ফায়দা তোলার একটা বাস্তব অথচ নির্মম প্রতিবেদন এটি। লেখক শ্রী সুকুমার মণ্ডলের নিজস্ব পত্রিকা তারুণ্যে তার প্রচুর রম্য রচনা পাঠ করি। তাকে আমার সাধুবাদ ধন্যবাদ জানাই।

ডাঃ বিজয় ভূষণ রায় (পাহাড়ীপাড়া, পোঃ ও জেলা জলপাইগুড়ি)

সরকারি হাসপাতালে দুরাবস্থা

রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অদম্য প্রচেষ্টায় কুশলী পদক্ষেপের লক্ষ্যকে সাধুবাদ জানাতে হয়। বিশেষ তাঁর স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের জন্য অদম্য প্রচেষ্টার চাবুক জনমানসে এক সুদূর প্রসারী সুফলের বার্তা বহন করে। এসব ক্ষেত্রে দেখভালের ব্যবস্থার অবনতিই সরকারকে অপদস্থ করার এক চক্র চলছে চিকিৎসাক্ষেত্রে। সে কারণে সাধারণ মানুষ কোনওদিনই সুফল পেতে পারে না। অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অনভিজ্ঞ সে রাজকর্মচারী হোক বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হোক সবক্ষেত্রেই অনভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। সরকারি হাসপাতালে যে সমস্ত সাইন বোর্ড টাঙানো আছে সেগুলি ঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। কোথাও আবার কোনও হোর্ডিং বা নোটিশ নেইই, এই সব ক্ষেত্রে রোগী বা তার নিকট আত্মীয়দের হয়রানির জন্য অশেষ দুর্গতি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সেরা হাসপাতালের কান্ডে জনগণ সন্ত্রস্ত এবং মর্মাহত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর তছনছ ইত্যাদি ঘটছে। অপরিচ্ছন্ন হাসপাতাল চত্বরে বিড়ি, সিগারেটের টুকরো, পলিথিন চায়ের কাপ যত্রতত্র পড়ে থাকে।সম্প্রতি এসএসকেএম হাসপাতালের উক্ত দৃশ্যে ওষ্ঠাগত প্রাণ, অর্থোপেডিক সার্জারিতে রুমের মধ্যে ধূমপান, নম্বরবিহীন রুম, ওপিডিতে চাবিবন্ধ বাথরুম, রোগী বা তার আত্মীয়দের ভুল নির্দেশ, কমপিউটারে ভুল ছাপা, ওপিডিতে পিএমআর–র জন্য কোনও হোর্ডিং বা নোটিশ না থাকা। এমারজেন্সিতে টিকিটের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে দীর্ঘ লাইন হাসপাতালের পরিচালনার সাক্ষ্য বহন করে। রোগী সহায়ক কেন্দ্রের ''বিবেক'' বন্ধুরা নাম কাওয়াস্তে আছেন। তাদের কাছে কোনও সদুত্তর আশা করা জনগণের বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

অমিয়কুমার অধিকারী, হাওড়া

সহকর্মী উদ্ধারের দাবিতে সোচ্চার বৃহন্নলা সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : অপহৃত এক সহকর্মীকে উদ্ধারের দাবিতে ১ এপ্রিল শনিবার সিউড়িতে পুলিশকে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ বৃহন্নলা সমিতি। ১৭ই মার্চ লাভপুরের দরবশপাড়া গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি এসে নিখোঁজ হয়ে যায় কেয়া কিন্কর (৩৫ বছর) নামে এক বৃহন্নলা। সে কাটোয়া থেকে এসেছিল। লাভপুর থানা কেয়ার অপহরণের এফআইআর নিতে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ। জেনারেল ডায়েরি করে অভিযোগটা লঘু করার চেষ্টার অভিযোগ উঠে লাভপুর থানার বিরুদ্ধে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে ১৫ দিন। উদ্ধার হয় নি কেয়া। কেয়াকে নির্মম অত্যাচারের ছবি হোয়াটসঅ্যাপে বৃহন্নলা পিঙ্কিকে পাঠানো হয়। অভিযোগের তির চুঁচুড়ার বৃহন্নলা সুইটির বিরুদ্ধে। তাই এবার কেয়াকে উদ্ধারের দাবিতে ১ এপ্রিল দুপুরে বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে মিছিল করলো 'পশ্চিমবঙ্গ বৃহন্নলা সমিতি'। প্রশাসনিক ভবনে বিক্ষোভ দেখায়। শনিবার ছুটির দিন হবার জন্য অফিস বন্ধ থাকায় তারা ফোনে কথা বলেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক ও পুলিস সুপারের সঙ্গে। পরে ডেপুটি পুলিস সুপার (ডি টি) আনন্দ সরকারকে একটি স্মারকলিপি দেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন

বিশ্বজিৎ পাল, ডায়মন্ড হারবার : মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার সদর হাসপাতাল এবং সাগরের রুদ্রনগর হাসপাতাল থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পরিদর্শন করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির ১০ জনের প্রতিনিধি দল। স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ার ম্যান তথা ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক হালদার, বিধায়ক রফিকুল রহমান, জয়দেব হালদার, বিধায়ক রফিকুল রহমান, জয়দেব হালদার, অশোক কুমার মাঝি, বিক্রম প্রধান, সুপার আনোয়ার শাহ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। রাজ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক দীপক হালদার বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হচ্ছে। সচেতনতার অভাবে এই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন ডায়মন্ডহারবার সদর হাসপাতালের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের কাজ শুরু হয়েছে। ১০০টি সিটের এই মেডিকেল কলেজ আগামী ২ বছরে চালু হয়ে যাবে। ফলে ছাত্র–ছাত্রীরা খুবই উপকৃত হবে। এই জেলা থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগ মুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের আরও বেশি করে সচেতন করে তুলতে হবে। এদিন পরিদর্শনের পর বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়।

ক্যানিং–এ রামনবমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ ও ২ দিঘির পাড় অঞ্চলে রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রায় ৭ হাজার ভক্তদের সমাগম হয়। এদিন মাতলা–১ অঞ্চলের গোয়ালাপাড়া গ্রাম সভা থেকে শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের পুজো অর্চনা শাস্ত্রীয় মতে নিষ্ঠা সহকারে পালন হয়। এরপর বিকালে রাম ভক্তদের ভিড় জমতে থাকে। কয়েক হাজার ভক্ত উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র মূর্তিকে সজ্জিত করে বিকালে ভক্তদের পরিক্রমা শুরু হয়। এদিন মহিলা ও পুরুষ রাম ভক্ত প্রায় ২০০ জনের হাতে অস্ত্র ছিল। ক্যানিং বাজার, রানী রাসমণি রোড, ১ নম্বর দিঘীর পাড়, তাঁতকল পাড়া, রায়বাঘিনী, হসপিটাল মোড় সহ একাধিক এলাকায় পরিক্রমা করে রামভক্তরা। পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আঁটোসাটো। তবে শান্তিপ্রিয় ভাবে পালিত হয় রামনবমী। জেলা পূর্ব সাধারণ সম্পাদক বিজেপি বাপি রায় (মৃগাঙ্ক) বলেন রামনবমী উপলক্ষ্যে হাজার হাজার মানুষ মেতে উঠেছে ক্যানিং জুড়ে। মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে রামনবমী পালন করছেন। পরিক্রমার সময়ে রাস্তার দুধারে হাজার হাজার ভক্তরা পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে ভরিয়ে তোলে রামনবমী। প্রতি বছরের মতন এ বছরও ক্যানিং জুড়ে পালিত হচ্ছে রামনবমী।

বজবজে বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ

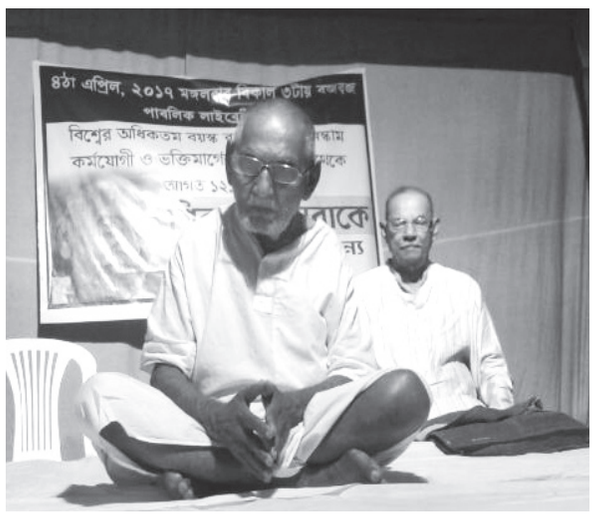

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ এপ্রিল দক্ষিণ শহরতলির বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে এসেছিলেন সমগ্র বিশ্বের প্রবীণতম মানুষ ১২১ বর্ষীয় শিবানন্দ বাবা। বাবা বারানসীতে থাকেন। তাঁর জন্ম তারিখ ৮ আগস্ট ১৮৯৬ সাল। বাবার ভক্তদের পক্ষে তন্দ্রা কুন্ডু জানালেন, বাবা ১০টি গুণের জন্য বিখ্যাত। বাবার মধ্যে রোগ, কামনা, বাসনা, দুঃখ, চিন্তা, সমস্যা নেই। বাবা ফল, দুধ খান না। অর্থ ও দান গ্রহণ করেন না। বর্তমানে বাবা ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। জুলাই মাসে বারানসী ফিরে যাবেন। বজবজ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি হয়। শিবানন্দ বাবা বজবজের ঐতিহাসিক খুকি কালীমাও দর্শন করেন।

বাঁকুড়ায় প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১২ এপ্রিল বাঁকুড়ার সোনামুখিতে সর্বভারতীয় যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার সমর্থনে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩০ মার্চ সোনামুখির কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা অমরনাথ সুর, প্রাক্তন বিধায়ক ও বর্তমান কাউন্সিলর দীপালি সাহা, জেলা কমিটির সম্পাদক মিহির মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন হাজরা প্রমুখ। গত ৬ এপ্রিল নবাসন অঞ্চলের প্রস্তুতি সভায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন দীপালি সাহা, জেলার যুব সভাপতি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লক যুব সভাপতি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও আরো নেতৃত্ববর্গ। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ১২ এপ্রিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতে রেকর্ড সংখ্যক জনসমাগম করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলে। সব বিরোধীদের নস্যাৎ করে দেবে এই সভা আশাবাদী জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব।

দলবদলে বীরভূমে দাপট বাড়ছে বিজেপির, লক্ষ্য পঞ্চায়েত ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বীরভূম জেলায় দলবদলে দাপট বাড়ছে বিজেপির। ২০১৮ পঞ্চায়েত ভোটের লক্ষ্যে তারা এক পা এক পা করে এগোচ্ছে – এই কথা বলাই যায়। তার আগে

২০১৭ সালে নলহাটি পুরসভা নির্বাচন। ৩১ মার্চ মহম্মদবাজারে জয়পুর, শেওড়াকুড়ি, খয়রাকুড়ি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সিপিএম, তৃণমূল কর্মী সর্মথক বিজেপিতে যোগ দেয়। তাদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেয় বিজেপি জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্মল মন্ডল। বালিজুড়ি পঞ্চায়েতের মঙ্গলপুর গ্রামে ৫ শতাধিক পুরুষ মহিলা বিজেপিতে যোগ দেয়। তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেয় বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে বিদ্যুত দপ্তরের ভাড়া খাটানোর প্রথম প্রতিবাদ করে পথে নামে মল্লারপুর বিজেপি। 'মল্লারপুর' বীরভূমে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। ১৬ই অক্টোবর ২০১৬ সালে মহরমের চাঁদা না দেওয়ায় নৃশংসভাবে মারা হয়েছিলো মল্লারপুরের সাইকেল মিসি ইন্দ্রজিত ওরফে বাপন দত্তকে। ১৫ দিন পর এসএসকেএম হাসপাতালে মারা গিয়েছিলো ইন্দ্রজিত। যা ঘিরে দীঘদিন নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিলো প্রশাসনকে। বাপনের পরিবারের পাশে দাড়িয়েছে বীরভূম জেলা বিজেপি। বাপনের বাড়ি গিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী লকেট চ্যাটার্জি। ২৬শে মার্চ বর্ধমান থেকে আসা একদল যুবক মৃত ইন্দ্রজিতের মায়ের হাতে ৫১ হাজার টাকা, একটি বাঁধানো স্মরণিকা তুলে দেয়। ওই দলের ৫ জন যুবককে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে মুচলেকা নেবার পর ছাড়ার অভিযোগ উঠে রামপুরহাট পুলিসের বিরুদ্ধে।

২৮ মার্চ পাড়ুই এলাকায় মিছিল ও পথসভা করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দাপুটে নেতা দুধকুমার মন্ডল। মিছিল করে ফেরার পথে তৃণমূলের হামলায় জখম হয়ে তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২৫ মার্চ কুশমোড় ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩ পঞ্চায়েত সদস্য সহ ১৫০ জন কর্মী বাম ও কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি লতা গ্রামের কয়েকজন সিপিএম ও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয়। ২০ই মার্চ নলহাটিতে দলীয় সভা করে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। গত ২ এপ্রিল রবিবার সিউড়িতে বীরভূমের জেলা কমিটি ও মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করে বিজেপি। 'বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে নতুন যোগদান, বীরভূমে বিজেপির দুটি বড়ো জনসভা ও আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়।' বলে জানান বীরভূম জেলার বিজেপি আইটি সেলের সদস্য কৃশানু সিংহ। সবমিলিয়ে বলতে গেলে বীরভূম জেলায় দলবদল অব্যাহত। তাকে হাতিয়ার করে ২০১৬ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ঘর গোছাতে ব্যাস্ত বীরভূম জেলার বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

দাদাগিরি করতে হবে নেতা হওয়ার নিদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, নলহাটি : 'দাদাগিরি করতে হবে' – নেতা হওয়ার নিদান দিলেন রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি দেবাশিস মিত্র। ২০ই মার্চ বীরভূম জেলার নলহাটিতে এই কথা বলেন রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি। আর কয়েকমাস পর ভোট নলহাটি পুরসভা নির্বাচনের। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এইদিন কর্মীদের নিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বীরভূম জেলা পর্যবেক্ষক নির্মল কর্মকার, জেলা সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, নলহাটি বিজেপি ব্লক সভাপতি অনিল সিং প্রমুখরা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তার বক্তৃতায় রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন। 'আইএসআই –র লোক টাকা দিলে তৃণমূল নিয়ে নেবে' দাবি দিলীপবাবুর। রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি দেবাশিস মিত্র বলেন, 'মস্তানি করতে হবে। কী করবেন? ছোটোখাটো মস্তান মারুন .... কংগ্রেসের দু'চারটেকে ধরে চড় থাপ্পড় মেরে দিন। সিপিএমের দু'চারটেকে ধরে চড় থাপ্পড় মেরে দিন। – দু'চারটে কেস। কিন্তু দাদাগিরি করতে হবে। দাদাগিরি করতে হবে .... সোজা কথায় আপনাকে এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ১০টা ছেলেকে, দু'চারটে ছেলেকে নিয়ে সাথে ঘুরবেন। আপনার সাথে

যেন চারটে ছেলে ঘোরে। নেতা হতে গেলে এগুলো দরকার আছে।' এইভাবে নেতা হওয়ার নিদান দিলেন রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি দেবাশিস মিত্র। যা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন বির্তকের। অবশ্য এটাই বীরভূম জেলায় বিজেপির প্রথম বির্তকিত বক্তব্য নয়। ২০১৫ সালের ১২ই জানুয়ারি রাজনগরে এক জনসভায় ভারতে হিন্দুধর্মের রক্ষাকল্পে মায়েদের ৫টি সন্তানের জননী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা শ্যামল গোস্বামী। যা নিয়ে তখন শুরু হয়েছিলো বিতর্ক।

কলেজে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত থানার সামনে বারাসত সরকারি কলেজে আবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠী সংঘর্ষ। সোমবার দুপুরে ওই সংঘর্ষে জখম হন এক পথচারী এবং তিনজন কলেজ ছাত্র। তাদের ভর্তি করা হয়েছে বারাসত জেলা হাসপাতালে। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী পারমিতা সেনের অনুগামী এবং বারাসত শহর সভাপতি চয়ন দাসের অনুগামীদের মধ্যে হাতাহাতি থেকে শুরু হয় ব্যাপক মারামারি। দুই গোষ্ঠীর সমর্থকরা একে অপরকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে। কলেজের ভিতরেই এক ছাত্রের মোটর সাইলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেন পড়ুয়ারা। বারাসত থানার একেবারে লাগোয়া কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ ঘটায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কলেজ চত্বর থেকে দুই পক্ষকেই সরিয়ে দেয় পুলিশ। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরব হয়েছেন দুই গোষ্ঠীর নেতারা। কলেজের ইউনিট কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে মাত্র কয়েকদিন আগেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারামারি হয়েছিল। এদিন কলেজে বিএ প্রথম বর্ষের টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। মেয়েদের ইন্টার কলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাও হচ্ছিল। সেই সময়েই দুই গোষ্ঠীর সমর্থকরা মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রীরা খেলা ফেলে যে যেদিকে পারেন পালান। চয়নের অভিযোগ আগের দিনের গন্ডগোলের জেরেই পারমিতার অনুগামী বহিরাগতরা কলেজে ঢুকে ছাত্রদের উপর হামলা চালায়। তাদের হাতে লোহার রড, বাঁশ ইত্যাদি ছিল। এর পর পাল্টা আক্রমণ চালায় 'চয়ন' অনুগামীরাও। দুপক্ষই ইট পাটকেল ছোঁড়ে। একটি ইঁটের টুকরো এসে লাগে এক পথচারীর মাথায়। চয়ন জানান, কলেজের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য এবং সায়ন সাহা। চয়ন বলেন দিনের পর দিন পারমিতা পদের প্রভাব খাটিয়ে ভয় দেখাচ্ছে ছাত্র–ছাত্রীদের। পারমিতার পাল্টা অভিযোগ 'শিক্ষাঙ্গনে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে চয়ন দাসের মদতে। তাকে বাইরে থেকে মদত দিচ্ছেন পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়। কলেজ রাজনীতিতে আমি বাইরের প্রভাব কিছুতেই মেনে নেব না।' বারাসতের এসডিপিও গণেশ বিশ্বাস জানান, কলেজের সামনে থেকে বিশৃঙ্খলাকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের কাছে কেউ অভিযোগ করেনি। ঘটনার সময় কলেজে ছিলেন না অধ্যক্ষ শুভাশিস দত্ত। সহকারী অধ্যক্ষ প্রবীর সেন হাজির থাকলেও কোনও মন্তব্য করেননি। এদিনের ঘটনার পরই কলেজের সামনে দেখা গিয়েছে পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'পারমিতা আমার বিরুদ্ধে যা বলেছেন , তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমান সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে ওর একটা লড়াই আছে। তার থেকেই বারবার এই ঘটনা ঘটছে। দুই পক্ষকে ডেকে আমি একবার ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন পারমিতা যা ব্যবহার করেছে তাতে আমি অসন্তুষ্ট।

বন্ধুদের হাতে লটারি ব্যবসায়ী খুন

অরিন্দম রায়চৌধুরী : পেশায় লটারি টিকিট বিক্রেতা দেবব্রত গুহ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের নবপল্লি এলাকায় তার লটারির ব্যবসা। টাকার জন্য দুই বন্ধুর হাতে খুন হলেন দেবব্রত গুহ (৩৮)। গত ৩ এপ্রিল সোমবার সকালে বারাসতের কানাপুকুর এলাকা থেকে দেবব্রতর দেহ উদ্ধার করে বারাসত থানার পুলিশ। মৃতের পরিবারের তরফে অপহরণ এবং খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। এ দিনই অভিযুক্ত গোপাল অধিকারি ও বাবলা দাস নামে দুই বন্ধুকে পুলিশ গ্রেফতার করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানায় খুনের ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা খুনের কথা স্বীকার করেছে। দেবব্রতর স্ত্রী সঙ্গীতা গুহ বলেন, 'রবিবার বিকেলে ওরা আমার স্বামীকে কানাপুকুর সংলগ্ন এলাকার মাঠে যেতে বলে। আমি বারণ করার পরও দেবব্রত বলে, চিন্তা করো না। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসব। সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেবব্রতর কথা হয়। ও বলে, আমি বন্ধুদের সঙ্গে আছি।' এর কিছুক্ষণ পর গোপালের ফোন আসে সঙ্গীতার কাছে। তাকে বলা হয় তারা এক লাখ টাকা পায় দেবব্রতর কাছে। সেই টাকা না পেলে ওকে খুন করা হবে। তিনি ভয় পেয়ে যান। এরপর দেবব্রত স্ত্রীকে একই কথা জানান। পরে আরও রাতের দিকে আর দেবব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তার ফোন বন্ধ ছিল। সঙ্গীতা রাতেই বারাসাত থানায় স্বামীর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানান। কিন্তু দেবব্রতর ফোন বন্ধ থাকায় পুলিশ সেই রাতে তার কোনও হদিশ পায়নি।

স্থানীয় কয়েকজন সোমবার ভোরে কানাপুকুর মাঠ থেকে একটি ভ্যানে করে দেবব্রতর দেহ বারাসাত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখে। পুলিশ এসে তাদের দুজনকে ধরে ফেলে এবং দেহটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের ডাক্তাররা দেবব্রতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের দাদা সুব্রত গুহ বারাসাত মর্গে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার ভাইয়ের কাছে ওরা টাকা পেত। সোমবারই টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছিল সঙ্গীতা। কিন্তু সেই সময়টুকুও ওরা দিল না।' পুলিশের দাবি, ধৃতরা দেবব্রতকে লাঠি দিয়ে মারধর করার কথা জানিয়েছে। ওরা বলেছে, মারধরের সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নোদাখালি থানার উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার উদ্যোগে গত ৩ এপ্রিল থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয় নোদাখালি থানা। স্থানীয় রায়পুর অমৃত উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক সচেতনতামূলক র‍্যালিতে অংশ নেয়। পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা সভায় উপস্থিত ছিলেন ডি অ্যান্ড টি, ডিএসপি উৎপল মিত্র, নোদাখালি থানার আই সি বিশ্বজিৎ পাত্র, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ব্লকের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরদার, শিল্পী কল্যাণ দাস, সাংবাদিক কুনাল মালিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী রহিম খান, শেখ বাপি প্রমুখ। সকলেই জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, নিজের জীবন রক্ষা করুন, পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন। হেলমেট পরে গাড়ি চালাতে অনুরোধ করা হয় সভা

থেকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রকল্প সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে নোদাখালি থানার উদ্যোগে একটি অডিও সিডি ৮ দিন ধরে প্রচার করা হয়।

ছাত্রের মৃত্যু

সুভাষ চন্দ্র দাশঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ষষ্টশ্রেণীর এক ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিকালে ক্যানিং এর সাতমুখী জয়রামখালীতে। মৃত ছাত্রের নাম মইদুল মোল্লা(১৩)। মইদুল স্থানীয় জি এন হরিনারায়ণী বিদ্যাপীঠের ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন টিউশন পড়ে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় একটি মাটি বোঝাই ইট ভাঁটার লরি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সাইফুদ্দিন মোল্লা নামে স্থানীয় এক যুবক মইদুল কে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মইদুল কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পদবি পরিবর্তন

আমি সুনিল দাস পিতা দুলাল চন্দ্র দাস গ্রাম–জয়রামপুর, পোষ্ট–সুখদেবপুর, থানা–বিষ্ণুপুর, জেলা– ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) গত ০৪/০২/২০১৭ তারিখের আলিপুর কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে সুনিল পরামানিক, স্ত্রী সুনিতা পরামানিক, পুত্র সুদীপ্ত পরামানিক নামে পরিচিত হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৩০/০৩/২০১৭ তারিখের ২১৬৫৫ নম্বরের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার মায়ের প্রকৃত নাম অষ্টমী মন্ডল। স্বামী গোকুল মন্ডল। মায়ের ভোটার কার্ডের নামও অষ্টমী মন্ডল। কিন্তু ভুলবশত জমির দলিলে অষ্টমণি মন্ডল ও অষ্টবালা মন্ডল হয়ে আছে। অষ্টমণি মন্ডল, অষ্টবালা মন্ডল ও অষ্টমী মন্ডল এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

সুশান্ত মন্ডল
সুরেন্দ্রনগর উত্তর মোকাম বেড়িয়া
বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জনসভায় মানুষের ঢল

বঙ্গে বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই : অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্ঘটনার পর দীর্ঘ পাঁচ মাস সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন সাংসদ ও রাজ্য যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবারের এসডিও মাঠে এবং ৬ এপ্রিল বারাসতের কাছারি ময়দান যুব তৃণমূলের জনসভায় কর্মী সমর্থকদের মুখোমুখি হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুটি জনসভাতেই মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পুলিশ সূত্রের খবর দুটি সভাতেই লক্ষাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। দুটি সভাতেই প্রধান বক্তা ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিধানসভার আগে সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি নারদ নিয়ে প্রচার চালিয়েছিল। কিন্তু জনতার রায় গিয়েছিল মমতার দিকে। বিরোধীরা যতই চিৎকার চেঁচামেচি করুক না কেন নারদ নিয়ে মানুষই আমাদের পাশে আছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নীতিহীন–কংগ্রেস, চরিত্রহীন–সিপিএম, দিশাহীন–বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম কংগ্রেসের জোট প্রসঙ্গ টেনে আনেন। বলেন, আমি মনে করি এই শতাব্দীর সেরা বিয়ে হয়েছিল। সিপিএম ছিল পাত্র, কংগ্রেস ছিল পাত্রী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী সূর্যকান্ত মিশ্র নিজেই হেরে গিয়েছিলেন। ওনার খুব আশা ছিল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আর কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী নিজের জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। বর্তমানে দু দলের শনি ও রাহুর দশা চলছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অভিষেক সুর চড়িয়ে বলেন এখন নতুন পদ্ধতি শুরু হয়েছে। কিছু বললেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা আয়কর দফতর, ইডিকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আমাদের চিমটি কাটলে আমরাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাব দেব। বাংলায় আমাদের প্রতি যত ষড়যন্ত্র করবে আমাদের ভোট বাড়বে। নোট বন্দি নিয়ে আমাদের রাজ্যে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে

আমাদের দলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন সংসদে বিষয়টি তুলেছিলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী হেসে ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কালো টাকা ফেরাবেন বলেছিলেন তিনি, কিন্তু কই কালো টাকা ফিরল কি? এই রাজ্যে ছদ্মবেশী সিপিএম আর পদ্মবেশী বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। এখানে মায়েদের উদ্দেশ্য করে বলেন— গর্ভবতী মায়েদের সাবধান করে দিচ্ছি শিশু পাচারে একজন দ্রৌপদী আছেন। এরা শিশু পাচারের কাজ করেন। দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে রাখুন ছদ্মবেশী সিপিএম ও পদ্মবেশী বিজেপি থেকে সাবধান হওয়ার কথা। অভিষেক দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন— দলের নতুন পুরনো কর্মী বলে কিছু হয় না। আমরা সবাই দলের অনুগত কর্মী, কিন্তু দলের নেত্রী একজন। দলের সম্পদ দলের কর্মীরাই। বারাসতে তিনি বলেন, মন্ডা মিঠাই খাওয়ার জন্য যারা দলে আছেন, তাদের জন্য দরজা খোলা আছে বেরিয়ে যেতে পারেন। করে খাওয়া নেতাদের দলে কোনও ঠাঁই নেই।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

চেনানি–নাসারি টানেল পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বিস্ময়

ভারতবাসীর জন্য উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নমিতা তেওয়ারি

ছবির মতো উপত্যকা, বরফাবৃত পর্বত, সবুজ তৃণপ্রান্তর এবং দীর্ঘবৃক্ষরাজির মধ্যে জম্মু–কাশ্মীর অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন। সড়কপথে জম্মু থেকে শ্রীনগর যাত্রা যেন তাক লাগিয়ে দেয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও, এই পথ অত্যন্ত কঠিন। দীর্ঘ পাকদন্ডির এই পথ মাঝে মাঝেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। গত ৪ এপ্রিল থেকে এই পথে গাড়ির যাত্রার সময় দুঘন্টা কমে গেল। শুধু তাই নয়, এবার থেকে এই পথে গাড়িচালকরা বিশ্বমানের এক অসাধারণ বিস্ময়কর পাতালপথে যাত্রার মনোরম অভিজ্ঞতা উপভোগ করবেন। উধমপুরের কাছে ৯.২ কিমি দীর্ঘ চেনানি–নাসারি টানেল যান চলাচলের জন্য গত ৩ এপ্রিল খুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখন থেকে গাড়ির চালকরা যান চালানোয় অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন।

উধমপুর ও রাম্বানের মধ্যে ১২০০ মিটার উচ্চতায় নির্মিত এই সুড়ঙ্গপথ হিমালয়ের অত্যন্ত কঠিন ভূখন্ডের মধ্যে অন্যতম। দেশের দীর্ঘতম এই সুড়ঙ্গপথটি এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী পাতালপথে মেক ইন ইন্ডিয়া ও দক্ষ ভারত–এর আদর্শ উদাহরণ। ভারত সরকারের এই উদ্যোগ সব ঋতুতে চলার উপযোগী দ্বিমুখী যাতায়াতের ৯.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এক পাতালপথ। জম্মু থেকে শ্রীনগরের মধ্যে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক বা পুরাতন ১–এ' জাতীয় সড়ক চওড়া করার অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে এটি।

৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গের প্রধান অংশে রয়েছে দুটি লেন। প্রধান টানেলের ব্যাস ১৩ মিটার। এর অতিরিক্ত হিসাবে এক সমান্তরাল ৬ মিটার ব্যাসের জরুরি অবস্থায় বাইরে আসার সুড়ঙ্গও আছে। সুড়ঙ্গের দুটি পথনালা ২৯টি জায়গায় সমদূরত্বে আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণাংশে দুটি ছোট সেতু রয়েছে এবং প্রবেশের জন্য চার লেনের সংলগ্ন পথে টেলি বুথ বসানো হয়েছে। দুমুখী এই সুড়ঙ্গে সম্পূর্ণ আড়াআড়িভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। ৮ মিটার অন্তর তাজা বাতাস ঢোকার ও ১০০ মিটার অন্তর ভেতরের গরম বাতাস বের করার জন্য নির্গমন পথ রয়েছে। সুড়ঙ্গটিতে বাতাস চলাচলের যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যে কোনও ঘটনার নজরদারি, জরুরি যোগাযোগের বুথ এবং আগুন নেভানের সম্পূর্ণ সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য এক অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর জন্য পরিচালনায় কোনও মানবিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশঙ্কা দূর করতে অত্যাধুনিক স্ক্যানার বসানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এই ধরনের সুসংহত সুড়ঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশ্বের খুব কম সুড়ঙ্গেই আছে।

সুড়ঙ্গের দুটি নালা–সদৃশ পথে যানবাহন চলাচলের ওপর নজরদারির জন্য যান্ত্রিকভাবে সুসজ্জিত, সম্পূর্ণ কম্পিউটার চালিত এক পরিচালন কক্ষ রয়েছে। সুড়ঙ্গের ভেতরে সর্বোচ্চ উচ্চতার সীমা পাঁচ মিটার রাখা হয়েছে। এবং সুড়ঙ্গের উভয়দিকে টোল পয়েন্টগুলিতে যানবাহনের উচ্চতা পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ সেন্সর লাগানো হয়েছে। মোবাইল টেলিফোনের নেটওয়ার্ক–এর জন্য বিএসএনএল, এয়ারটেল, আইডিয়া–র পরিষেবা ছাড়াও ৯২.৭ মেগাহার্জ–এর এফ. এম রেডিও পরিষেবা সুড়ঙ্গে পাওয়া যাবে।

চেনানি – নাসারি সুড়ঙ্গ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে সব ঋতুতে ব্যবহার এর উপযুক্ত একটি নিরাপদ পথ তৈরি হয়। এর ফলে জম্মু থেকে শ্রীনগর এর মধ্যে সড়কপথে যান চলাচলকারীদের সময় দু–ঘন্টা কমবে। এই সড়কপথটি বারংবার ভূকম্পন ও ধসের কারণে তুষারপাত ও বিপজ্জনক বাঁক যান্ত্রিক ত্রুটিতে গাড়ি খারাপ হওয়া এবং দুর্ঘটনার কারণ প্রায়ই ট্রাফিক জ্যামে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। গাড়ি চলাচলের হিসাব কষে দেখা গেছে এই সুড়ঙ্গ ব্যবহার–এর ফলে প্রতিদিন প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার জ্বালানী সাশ্রয় সম্ভব হবে। এই সুড়ঙ্গ চালু হবার ফলে জম্মু ও শ্রীনগর এর মধ্যে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার কমে যাবে। ভূপৃষ্ঠের নীচ দিয়ে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হওয়ায় গাছ কাটার প্রয়োজন হয়নি।

এই প্রকল্পটিকে মেক ইন ইন্ডিয়া এবং মেড ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসাবে ধরা হচ্ছে কারণ ভারতীয় এক সংস্থা আই.এল অ্যান্ড এফ এস এটি সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ করেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের সময় জম্মু–কাশ্মীরে দু–হাজার–এর বেশি দক্ষ ও অদক্ষ যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কারণ এই কাজের জন্য ওই রাজ্যের ৯৪ শতাংশ শ্রমিকদের কাজে লাগানো হয়েছে বলে নির্মাণকারী সংস্থা আই.এল অ্যান্ড এফ এস জানিয়েছে। এই কাজের ফলে যে কেবলমাত্র পাটনিটপ এলাকায় পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে তাই নয় সুদক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সংহতি গড়ে উঠবে। এছাড়া রাজ্যের অর্থনীতিকেও এই প্রকল্প অনেকদূর এগিয়ে দেবে।

জোজিলা পাসেও এই ধরনের আরেকটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১১৫৭৮ ফুট উচ্চতার শ্রীনগর–কার্গিল–লে জাতীয় সড়ক প্রবল তুষারপাত এবং তুষার ধসের জন্য ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শীতকালে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হয়। কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে লাদাখের মধ্যে সব ঋতুতে ব্যবহার এর উপযুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নতুন এই সুড়ঙ্গপথটি গড়ে তোলা হচ্ছে। এই সুড়ঙ্গের নির্মাণ কাজ শেষ হলে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার মাধ্যমে শিব মহাদেবের বাসস্থানে পৌঁছে যাওয়ার জন্য যান চলাচল অনেক বেশি মনোরম হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই হিমালয়ে শক্ত পাথর কাটার জন্য ভারী যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হয়েছে। এই সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ কাজ শেষ হলে দুর্গম কৈলাস মানস সরোবর তীর্থযাত্রাও সুগম হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে হিমালয়ের চার ধাম যাত্রাকে আরও বেশি নিরাপদ করে তুলতে সব ঋতুতে ব্যবহার–এর উপযোগী রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হিমালয়ের চার বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথকে এই প্রস্তাবিত সড়কপথের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ১২০০০ কোটি টাকা।

এইসব নতুন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য হিমালয় সংলগ্ন সড়কপথ যে কেবলমাত্র নিরাপদ হয়ে উঠবে তাই নয়, এই পথে যানচলাচলও অনেক বেশি সুবিধাজনক হবে। এছাড়া এই অঞ্চলের অর্থনীতি ও আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ–সুবিধা ও ব্যবসা–বাণিজ্যের জন্য উন্নত পরিকাঠামোর কারণে আরও বিকশিত হয়ে উঠবে।

শতবর্ষের আলোকে কালীপুর হাইস্কুল

রঞ্জনা মন্ডল মুখোপাধ্যায়

'তমসো মা জ্যোতির্গময়' অর্থাৎ অন্ধকারের থেকে আলোয় চলো, আর এই আলোকবর্তিকা সযত্নে প্রজ্জ্বলিত ও লালিত হয় বিদ্যালয় রূপ মন্দির প্রাঙ্গণে, সমাজে মানুষ গড়ার কর্মশালা এই শিক্ষাঙ্গণ। কোনও বিদ্যালয়ের ব্যক্তি তার আয়তনে নয় তার প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ে সমাজে বিদ্যালয়ের অবদান কতখানি তার ওপর। এমন বিদ্যালয় গুলির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে পূর্ব নিশ্চিন্তপুরের অন্তর্গত কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রধান শিক্ষক অসীম কুমার কয়াল

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক (যিনি একাধারে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) অসীম কুমার কয়াল মহাশয়ের সুষ্ঠ পরিচালনায় বিদ্যালয়টি আগামী বর্ষে (২০১৮) গৌরবান্বিত শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু যখন

১৯১১ সালে বিদ্যালয়টি এম ই (Middle English) রূপে স্থাপিত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে এটিকে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করা হল ১৯১৯ সালের ১৬ জানুয়ারি। এই দিনটিই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে পালিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ দাস এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁরই শ্রম, ত্যাগ ও নেতৃত্বে স্কুলটি মাইনর থেকে হাইস্কুল হয়। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেন বিপিন বিহারী ঘোষ, সূর্যকুমার ঘোষাল, অন্নদাপ্রসাদ সাঁতরা, ননীলাল ভঞ্জ, কিশোরীমোহন সাঁতরা, বিহারীলাল সরকার, চারুচন্দ্র কর্মকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিদ্যালয়ের নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য নিশ্চিন্তপুরের সাঁতরা পরিবার যথা মানিকচন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ সাঁতরা, কিশোরী মোহন সাঁতরা ও কানাইলাল সাঁতরা ৩০ শতকের মতো জমি দান করেন। পরবর্তীকালে স্কুলের অর্থে আরও জমি ক্রয় করা হয়। বর্তমানে সেই জমির পরিমাণ ৩ একর ১৮ শতক। ১৯২০ সালের মে মাসে নতুন গৃহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায় ১৯২০ সালে। যদিও সেই অনুমোদন ছিল অস্থায়ী পরবর্তীকালে ৩০০০ টাকা রিজার্ভ ফান্ডের বিনিময়ে বিদ্যালয়ের অনুমোদন স্থায়ী হয়।

বিদ্যালয়ের সদস্য সংখ্যা

প্রথমে ১৫৩ জন ছাত্র নিয়ে হাইস্কুল শুরু হয়। অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৯২২ সালে এই স্কুল থেকে ৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যায়। তাদের মধ্যে পাশ করে ৩ জন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৬০০।

পঠনীয় বিভাগ ও বিষয়

১৯৫৯ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চমাধ্যমিক (বহুমুখী) স্কুলে পরিণত হয়। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের অনুমতি পায়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগেও পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিটি বিষয়ের এবং ভূগোল বিষয়ের পৃথক পৃথক সুসজ্জিত ও বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন গবেষণাকক্ষ (Laboratory Room) রয়েছে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা ও খেলাধূলার ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ছাত্ররা বিভিন্ন সময়ে জেলাস্তরে নানা খেলায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ক্রীড়া শিক্ষক প্রশান্ত কুমার খাঁ (অবসরপ্রাপ্ত)–এর তত্ত্বাবধানে ২০১৬ সালে সারা ভারত আন্ত বিদ্যালয় 'সুব্রত মুখার্জি কাপ' অনুর্দ্ধ ১৪ ফুটবল টুর্নামেন্টে কালীপুর স্কুল 'আলিপুর মহকুমা চ্যাম্পিয়ন' হয়েছিল। এছাড়া ছাত্ররা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে থাকে। বিদ্যালয়ে 'অভ্যুদয়' নামক নিজস্ব ম্যাগাজিন পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদ্যালয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ রয়েছে যা CESC–র আন্তরিক সহযোগিতায় সবুজায়ন, সুসজ্জিত ও প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত স্কুল হিসাবে গড়ে উঠেছে। এছাড়া বজবজ পুরসভার সহযোগিতায় মিড–ডে মিলের ঘর নির্মিত হয়েছে। অডিটোরিয়াম হল রয়েছে। দীর্ঘদিনের অসংরক্ষিত পুকুর সংস্কার করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গ্যালারি খোলা হবে। ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। সমসাময়িক অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য, বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির মাঝে কোথায় যেন একটা নেতিবাচক শক্তি চোরাস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। বর্তমানে উন্নত টেকনোলজির (প্রযুক্তি) ব্যবহারে সুস্থ সাংস্কৃতিক অবস্থাটি ছাত্রছাত্রীদের কোমল সুস্থ মানসিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক–শিক্ষার্থীর মধ্যকার অকৃত্রিম ভালবাসা, বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, সৃজনশীল মানবিক গুণগুলি।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ–ফেল প্রথার অবলুপ্তি। অসীমবাবু আক্ষেপ করে বলেন, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ–ফেল না থাকায় বেশিরভাগ ছাত্র–ছাত্রীর পড়াশোনার প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে।

বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের সমাজে অবদান

কালীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা দেশ বিদেশে স্বগরিমায় বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিভিন্ন পেশায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ক্রীড়াবিদ, উচ্চপদস্থ সরকারি পদ সহ বিশিষ্ট পদে ও ক্রিয়াকর্মে বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা যুক্ত রয়েছেন। আর এখানেই বিদ্যালয়ের শতবর্ষের পথ চলার সার্থকতা। এঁরা হলেন: গৌতম দাশগুপ্ত (বজবজ পুরসভার উপ পুরপ্রধান), ডাঃ অভীক জানা (বিশিষ্ট চিকিৎসক), সুকুমার খাঁ (বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ), ডঃ জয়ন্ত সেন (অধ্যাপক টাকি গভঃ কলেজ), শান্তনু জানা (বিডিও বর্ধমান খন্ডঘোষ ব্লক), ডাঃ সন্দীপ পাড়ুই (বিশিষ্ট চিকিৎসক), ডঃ প্রতীক খাঁ (গবেষক)।

অসীমবাবু পরিশেষে বলেন, এলাকার শুভানুধ্যায়ী শিক্ষা অনুরাগী নাগরিক বৃন্দ, অভিভাবক বৃন্দ, ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা–শিক্ষাকর্মীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কালীপুর হাইস্কুল সগৌরবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে এবং বর্তমানে বজবজের স্কুল শিক্ষার মানচিত্রে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। আগামী বছরে বিদ্যালয়ের শতবর্ষ সাড়ম্বরে উদযাপন করার জন্য তিনি নানা পরিকল্পনার কথা বলেন। সারাবছর ব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতবর্ষ পালন করা হবে যাতে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই উপলক্ষে তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ছাত্র, এলাকার আপামর জনগণ ও বর্তমানে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিদ্যালয়ের গৌরবময় শতবর্ষ অনুষ্ঠান উৎসবে সামিল হতে সাদর আমন্ত্রণ জানান। কালীপুর হাই স্কুলের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার জন্য অসীমবাবু 'আলিপুর বার্তা'কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অস্তিত্ব সংকটে উলুবেড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী শাটলকক

জয়িতা কুন্ডু : পশ্চিমবঙ্গের কোথায় ব্যাডমিন্টন খেলার শাটলকক তৈরি হয়? দাদাগিরিতে সৌরভ গাঙ্গুলির প্রশ্নের উত্তরে উলুবেড়িয়ার নাম শুনে হাওড়াবাসী অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। বর্তমানে উলুবেড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী শাটলকক শিল্পের এতোটাই রুগ্ন দশা যে হাওড়াবাসী অনেকেই জানেন না উলুবেড়িয়ায় গড়ে ওঠা এই শিল্পটির কথা। এক সময় শুধু দেশে নয় বিদেশেও পৌঁছে যেত উলুবেড়িয়ায় তৈরি শাটলকক। জ্ঞান বোসের হাত ধরে এই শিল্পের আগমন উলুবেড়িয়ায়। পুল্লেলা গোপীচাঁদ, প্রকাশ পাড়ুকন, সুরেশ গোয়েল সহ বহু তারকা খেলোয়ার উলুবেড়িয়ায় তৈরি শাটলকক দিয়েই খেলেছেন। কিন্তু সে সব এখন অতীত। বর্তমানে কাঁচামালের অপ্রতুলতা এই শিল্পের রুগ্নতার অন্যতম প্রধান কারণ। এক সময়ে উলুবেড়িয়ার যদুরবেড়িয়া, বাণীতবলা, বাণীবন সহ প্রভৃতি গ্রামে বহু কারখানা ছিল শাটলকক তৈরির। কিন্তু বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকটি কারখানাই চালু আছে। শাটলকক তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল হাঁসের পালক। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পালক সংগ্রহ করে একত্রিকরণের পর তা আসে উলুবেড়িয়ার কারখানাগুলোতে। কিন্তু এই পালক সংগ্রহে কিছু ফড়ে ঢুকে পড়েছে বলে জানালেন শাটকলল কারখানার এক মালিক সাইদুর রহমান। এই ফড়েরাই পালকগুলোকে গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে। ফলে দাম বাড়ছে কাঁচামালের। অন্যদিকে দীর্ঘদিন গুদামে পড়ে থাকার জন্য পালকের গুণগত মানও নষ্ট হচ্ছে। এই সব কারণের জন্যই বর্তমানে এখানের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বাড়লেও গুণগতমান হ্রাস পাচ্ছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই বিদেশি সংস্থাগুলো বাজার দখল করে নিচ্ছে। তারা কম দামে বাজারে দ্রবের যোগান দিচ্ছে। সরকারি হস্তক্ষেপে ফড়েদের এই ব্যবসা থেকে সরাতে না পারলে ক্রমেই হারিয়ে যাবে উলুবেড়িয়ার এই ঐতিহ্যশালী কুটির শিল্পটি।

হাওড়ায়
আলিপুর বার্তা

সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন এই
নম্বরে : ৯৬৭৪৩৬৩৯৬১

মাঙ্গলিকী

অসম, ওড়িশা জয় ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, লাভপুর : পশ্চিমবঙ্গের গন্ডি ছাড়িয়ে আসাম, ওড়িশা জয় করে ঘরে ফিরলো ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’। সৌজন্যে মানব পুতুল নাটক। ২৮, ২৯, ৩০ মার্চ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের উত্তর পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ‘জাতীয় পুতুল উৎসবে’ যোগ দিয়েছিলো ‘‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’। তার আগে ওড়িশায় গিয়ে সেইখানের লোকজনের হৃদয় জিতে নিয়েছিলো ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’। যার কর্ণধার দেড়িয়াপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়। ‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’–র ‘মানব পুতুল’ নাটকগুলি হলো – ‘বগলা বায়েন, ধর্মমঙ্গল, বেহুলা লখিন্দর পালা, নজর’ ইত্যাদি। ‘মিশন নির্মল বীরভূম’ প্রকল্পের আওতায় জেলার প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার বানানোর উদ্যেশে উদ্যোগী হয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। ‘মানব পুতুল’ নাটকের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শৌচাগারের গুরুত্ব বোঝাচ্ছে ‘‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’। সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিলো আমাদের পত্রিকায়।

‘‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’ নানা কর্মকান্ডের কথা বহুবার প্রকাশিত হয়েছে আমাদের পত্রিকায়। লাভপুরে গড়ে উঠেছে ‘সংস্কৃতি ভবন’ । কিছুদিন আগে লাভপুরে ‘ধাত্রীদেবতা’ পরিদর্শনে এসেছিলেন পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন । ‘ধাত্রীদেবতা’ সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান উজ্জ্বলবাবু। ‘‘বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী’–র কর্ণধার তথা দেড়িয়াপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় কলকাতার ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা ‘আলিপুর বার্তা’ –র বার্ষিক গ্রাহক নিজেই।

জীবনানন্দ সভাগৃহে ‘শব্দের ঝংকার’

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ফেব্রুয়ারি জীবনানন্দ সভাগৃহে সালকিয়া থেকে প্রকাশিত, ৩৮ বছর পার করা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দের ঝংকার–এর বার্ষিক সাহিত্য–সংস্কৃতির আসর বসে। পত্রিকার সাথে যুক্ত ও সহসাথী কবি, লেখকদের আসরের গোড়ায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল নজরকাড়া। স্বাগতঃ ভাষণ দেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বপন পাল। শব্দের ঝংকারের পরিচিতি সমৃদ্ধ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ‘ইদানীং’ গোষ্ঠির শিল্পীবৃন্দ। এরপরে ছিল কণিকা মন্ডলের পরিচালনায় ছোটদের সমবেত ও ৩ জন কিশেরীর আবৃত্তি–ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান! এরপর পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও গত ১ বছরে সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের প্রয়াতদের প্রতি সম্মান জানানো হয় সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে।এদিন মঞ্চে বিশিষ্টজন হিসাবে আসন গ্রহণ করেন ঋষিণ মিত্র, অমল কর ও তনুশ্রী ভট্টাচার্য। পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত ভাষণে পত্রিকার তরফে স্বপন পাল, সমীর বেতাল, নুরুল ইসলাম, ঋষিণ মিত্রর নাম উল্লেখ করে বলেন, এনাদের সহযোগিতা না পেলে পত্রিকা চালানো দুস্কর হয়ে উঠত। অমল কর তাঁর ভাষণে সকল কবি, লেখককে তাঁদের লেখায় বানানের বিষয়ে সতর্ক করে দেন। ঋষিণ মিত্র, তনুশ্রী ভট্টাচার্য শব্দের ঝংকারের কথাই বলেন তাঁদের ভাষণে। তনুশ্রীদেবী (শিক্ষিকা, যাঁর বিবিধ লেখা দেশ, সানন্দা, শুকতারা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে।) একটি স্বরচিত কবিতাও (বাংলা ভাষা) শোনান।

কবি মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়ও শব্দের ঝংকারের কথা বললেন। শোনালেন অনবদ্য স্বরচিত কবিতা (‘গর্বে বুক ফুলেছে কি’)। তাপস চট্টোপাধ্যায় পাঠ করলেন বাংলা লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে ইতিহাস সমৃদ্ধ এক মনোজ্ঞ নিবন্ধ। ‘সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা’— বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় সুসাহিত্যিক ৩০ বছর পার করা ‘তারুণ্য’ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মন্ডল অতি পরিষ্কার ভাবে বললেন, দিনে দিনে লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা বাড়া মানেই ‘সাহিত্যে আমরা এগোচ্ছি’, তা কখনই নয়। একটি ভাল উপদেশও দিলেন— জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে লিটল ম্যাগাজিন পাঠানো প্রয়োজন। যুবা লেখক অর্ঘ্য রায় দুঃখের সাথেই বললেন প্রথম দিকে লিটল ম্যাগাজিনে লেখা ছাপাবার জন্যে কোনও কোনও সম্পাদক টাকা চাইতেন (‘মরি মরি হায় একি লজ্জা!’)। এও বললেন, অর্থের অভাবেই এখন তাঁর সাহিত্য পত্রিকা ‘সময়ের শব্দ’–র প্রকাশনা বন্ধ... আলোচনার এক পর্বে শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাস বললেন, লিটল ম্যাগাজিন দাঁড়িয়ে আছে আর্থিক ও সুষ্ঠু সম্পাদনার স্তম্ভের উপরে।এদিন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রর হাতে শব্দের ঝংকার–এর তরফে মানপত্র তুলে দিলেন পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি শান্তা কর রায়। শান্তা দেবী পরে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। এই পর্বে প্রতীক চক্রবর্তী ও জয়শ্রী গাঙ্গুলি রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনে আসরকে উজ্জ্বল করেন। আবৃত্তিতে আসর জয় করলেন স্মৃতি মাধুরী দাস (শুভ দাশগুপ্তের শাশ্বত কবিতা, ‘আমি সেই মেয়ে’)।

বালিকা হেমন্তিকা ঘোষের আবৃত্তিও সকলের ভালো লাগে। ভাল লাগলো ঝুনু ভৌমিকের বিমর্ষধর্মী কবিতা ‘মনে পড়ে’। বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়— তিনি গাইলেন ‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই’। অভিজিত বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যে প্রশ্ন রাখেন, ‘‘ধর্ম/রাজনীতির প্রকোপে ‘লিটল ম্যাগাজিন’ কি থমকে দাঁড়াচ্ছে?’’ শব্দের ঝংকার সহ উত্তর হাওড়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বললেন গণতান্ত্রিক লেখক, শিল্পী সংগঠনের সদস্য সঞ্জীব চৌধুরী। এদিন সব মিলিয়ে আসরে শব্দের ঝংকার–এর আসর ছিল অতি উন্নতমানের। তবে দুঃখ রইল এই প্রতিবেদকের মনে— সন্ধ্যা ৭–৩০ বাজার আগেই উপস্থিত সুধীজনদের সংখ্যাটিকে ছাপিয়ে গেল শূন্য চেয়ারের সংখ্যা...

পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টের ১০ম পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন হয়েছিল ১ এপ্রিল। আয়োজক ছিল বিভাগের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্র–ছাত্রী এবং গবেষকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বের শেষে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হয় ছাত্র–ছাত্রী, গবেষক এবং শিক্ষকদের সাহিত্য এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধের সংকলনে। উদ্বোধন পর্বের শেষে বিভিন্ন ঘরানার গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি এবং মনোজ মিত্রের ‘পরবাস’ নাটক সহ একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ছাত্র–ছাত্রী এবং গবেষকদের সুনিপুণ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টায়। পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক (ড.) গৌতম পাল (প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান–অনুষদ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) বিভাগীয় প্রধান ড. শুভাশিস সাহু, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা অধিকরণের সহ–অধিকর্তা ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক শঙ্কর নারায়ণ সিনহা, ড. তুষার কান্তি দাশ, ডা. সুশীল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ। পুনর্মিলন উৎসবের মঞ্চে একটি ডেস্কে নদিয়া জেলা কনজিউমার ফোরামের সক্রিয় সহযোগিতায় ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন হয়েছিল।

ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মরণ সভা

আগামী ৬ মে বাংলা আকাদেমীর জীবনানন্দ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক শ্বাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মরণ সভা। অনুষ্ঠানের মূল ব্যবস্থাপক ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মৃতি রক্ষা কমিটি, ৪০ বছর পার করা সাহিত্য পত্রিকা জনসমুদ্রর লেখক গোষ্ঠী ও সাহিত্য সংসদ। সাথে থাকবে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু উজ্জ্বল পত্রিকা গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে আছেন শিল্পমনন, মহিলা কথা, ইদানীং,পদার্পণ, তারুণ্য, আলোর দিশা, সবুজ বার্তা, মন ক্যামেরা, নব উদ্দীপন, কচি কাঁচা সবুজ সাথী সহ আরও পত্রপত্রিকার লেখক গোষ্ঠী। মিডিয়া কভারেজ করবে ৫০ বছর পার করা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আলিপুর বার্তা। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় থাকবেন শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। অনুষ্ঠান কাঁটায় কাঁটায় ৫টায় শুরু হবে, শেষ হবে রাত্রি ৯টায়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে থাকবে শ্বাশ্বত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মৃতি চারণা। দ্বিতীয় পর্বে থাকবে কিছু সম্মাননা প্রদান। তৃতীয় পর্বে থাকবে সাহিত্য সংস্কৃতির উজ্জ্বল অনুষ্ঠান।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণই আমন্ত্রণমূলক।

যোগাযোগ : ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

যোগাযোগ : ৯৪৩৩১৩৫৫৬৪

শ্রীমা–র চিত্রচর্চা

শ্রীমা অর্থাৎ Mira Alfassa–র জন্ম হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ সালে প্যারিসে। তাঁর বাবা ছিলেন Maurice Alfassa ও মার নাম Mathilda। শৈশব থেকেই তাঁর ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। মাত্র আট বছর বয়সে তাঁর আঁকায় হাতে খড়ি। বারো বছর বয়সেই তিনি প্রতিকৃতি আঁকায় পটু হয়ে ওঠেন। চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর আঁকা ‘Bridge of the river Divonne’ নামক চারকোলের ছবি প্যারিসের ‘Blance et Noir’ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্যারিসের একটি স্টুডিওতে চিত্র চর্চা পুরদমে শুরু করেন যেখানে দিনে প্রায় আট ঘন্টা ছবি আঁকতেন। ১৮৯৭ সালের ১৩ অক্টোবর তার সঙ্গে শিল্পী Henri Morisset–এর বিয়ে হয়। সেই সময়ে Henri Morisset যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন। বিবাহের পরে ১৮৯৭ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত শ্রীমা প্যারিসের শিল্প সমাজে তাঁর ছবির জন্য যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন, যদিও ততদিনে আধ্যাত্মিক জগতেও তিনি বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তিনি একজায়গায় লিখেছেন ‘মাত্র এগারো থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে অনেকবার আমার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং তার সঙ্গে এ জীবনেই সংযোগ স্থাপনের বিষয়ে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়েছিল।’ ১৯০৩, ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে তাঁর দুটি ছবি খুবই গুরুত্বপূর্ণ Salon de la Societe' Nation–aledes Beaux–Art এ প্রদর্শিত হয়। মার্চ, ১৯০৮ সালে Henri Morisset এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এর পর তাঁর সঙ্গে Paul Richard এর পরিচয় হয় যিনি একজন অতি বিদ্বান ও সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন। শ্রীমা ও Paul Richard একসঙ্গে লেখালেখি ও পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ১৯১৪ সালে দুজনে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে Polish occultist Max Theon এর সঙ্গে শ্রীমার পরিচয় হয়। তিনি প্যারিসে Theoর সংস্থা Group Cosmique এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং ওই সংস্থার পত্রিকা Re–vue Cosmique এর প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। Paul Richard ও ১৯০৭ সালে Group Cosmiqueএ যোগ দেন। Max Theo থাকতেন Algeriaর Tlemcen শহরে। ওনার স্ত্রী Alma একজন ইংরেজ মহিলা ছিলেন এবং তিনি একজন দক্ষ ভবিষ্যৎবক্তা ছিলেন যার লেখাতে সমৃদ্ধ হত Reveue Cosmique পত্রিকাটি। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি Algeriaতে যান Theo ও তাঁর স্ত্রীর কাছে কয়েকমাসের জন্য occultismএর শিক্ষা নিতে। শ্রীমা সেখানে Theoর বাড়ির ছবি আঁকেন ও তার প্রতিকৃতিও করেন।

১৯১৪ সালে শ্রীমা ও Paul Richard প্রথমবার পন্ডিচেরিতে আসেন ভারতীয় দেশপ্রেমী, কবি, দার্শনিক ও যোগী অরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় করতে। এখানে তারা অরবিন্দের সঙ্গে একটি মাসিক দার্শনিক পত্রিকা ‘আর্য্য’ প্রকাশ করেন। যেটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুরকম দর্শন ভাবনার বিষয়ে লেখা ছাপা হত ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ দুটি ভাষাতেই। তারা পন্ডিচেরিতে এগারো মাস থেকে ফ্রান্সে ফিরে যান। এক বছর পর তাঁরা জাপানের ইওকোহামা তে আসেন। এখানে এসে তিনি জাপানী ভাষা শিখতে থাকেন এবং জাপানের অসাধারণ প্রকৃতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ছবি আঁকা শুরু করেন। জাপানে থাকাকালীন শ্রীমা যে সমস্ত ছবি এঁকেছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি পেন্সিল স্কেচ উল্লেখযোগ্য। যার তারিখ ছিল টোকিও ১১ জুন, ১৯১৬। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় প্রথম জাপানে যান। যেদিন ওই ছবি আঁকা হয় সেদিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথ টোকিওর ইমপিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘‘The Message of India to Japan’’ শীর্ষক এক বক্তৃতা দেন। ওই ছবিটিকে শ্রীমা কালিতেও আবার এঁকেছিলেন। এছাড়াও শ্রীমার করা একটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি হল জাপানী কবি ও চিত্রী Hirasawa Tet–suo র ছবিটি। শ্রীমা নিজেই বলেছেন যে এই প্রতিকৃতিটি one sit–ting এ করা। চারবছর জাপানে থাকার পর ২৪ এপ্রিল ১৯২০ সালে শ্রীমা ও পল রিচার্ড পুনরায় পন্ডিচেরি এসে পৌঁছান। পন্ডিচেরিতে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁকে ঘিরে এক আধ্যাত্মিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন একজন সহসাথীকে যিনি তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান করতে পারবেন। তিনি শ্রীমাকে বলতেন ‘Internal Yaga’। ১৯২৬ সালের শেষে শ্রীঅরবিন্দ যখন আরও গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য অন্তরালে চলে গেলেন তখন আশ্রমের সব দায়িত্ব শ্রীমার ওপর এসে পড়ে। সেই থেকে আর তাঁর পক্ষে চিত্রচর্চায় সময় দেওয়া সম্ভব হত না। তবুও মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর চিত্ররচনার প্রবণতা দেখা যেত তাঁর করা স্কেচ ও পেন্সিল, কালি ও চারকোলে করা ছবিগুলির মাধ্যমে। এই সময়ে করা অয়েল পেন্টিং করার সংখ্যা খুবই কম এবং আকারে ছোট। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটি স্ট্রোক সাহায্যে তিনি প্রতিকৃতি রচনা করতে পারতেন। ১৯৩০ সালের পর তিনি কাউকে কাজ দেখাতে গিয়েই একটিমাত্র ছবি এঁকেছেন। যার নাম হল ‘Divine Conssious–ness Emerging from the Inconscient”। কিভাবে এই ছবিতে আধুনিকভাব দেখা গেল তার একটা গল্প আছে। ১৯২০ সালে শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীণ শ্রীমার তত্ত্বাবধানে অয়েল পেইনটিং শিখছিলেন। অয়েল পেন্টিং করলে সবসময়েই প্যালেটে কিছুটা রং অবশিষ্ট থেকে যায়। একদিন বারিনের ছবি আঁকা শেষ হয়ে শ্রীমা তাকে প্যালেটটা দিতে বললেন। অবশিষ্ট রং নিয়ে শ্রীমা তখন ওই প্যালেট বোর্ডের মাঝখানে কয়েকটা জোড়াল ব্রাশ স্ট্রোক দিলেন যেখানে চারপাশে আগের বেশ কিছু রং লেগে ছিল। এরমধ্যেই একটা ছবি তৈরি হল। আসলে প্যালেটে নানারঙের মিশ্রণ দেখে শ্রীমার মাথায় কিছু ভাবনা এসেছিল যার থেকে একটা মুখাবয়ব বেরিয়ে এল। অবশেষে দেখা গেল বিভিন্ন রঙের মধ্যে ফুটে উঠল শ্রীঅরবিন্দ। এটাও শোনা যায় যে ওই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ওইখানে উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমা ওই সুযোগে অতি দ্রুত তাঁর প্রতিকৃতি এঁকে ফেলেন। শ্রীমার শেষের দিকের ছবিগুলির বেশিরভাগই হল শ্রীঅরবিন্দের পেন্সিলে করা প্রতিকৃতি ও কিছু আত্ম–প্রতিকৃতি এবং শিষ্য শিষ্যাদের প্রতিকৃতি যা ১৯৩১ সালে করা হয়েছিল। শ্রীমা ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সালে তাঁর পরিচারক চম্পকলালের প্রতিকৃতি আঁকেন। যা ছিল তাঁর শেষ প্রতিকৃতি। এছাড়াও তাঁকে বেশ কিছু জন্তু জানোয়ারের স্টাডি করতে দেখা গিয়েছে, কিছু ল্যান্ডস্কেপও তিনি এঁকেছেন। বেশ কিছু আধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় প্রতীকী ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘‘Ascent to the Truth’’। শ্রী অরবিন্দের মহাকাব্যিক পদ্য ‘সাবিত্রী’র ১৯৬০ সালের এর স্কেচগুলিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ শিল্পকর্ম।

● সুমিত দাসগুপ্ত

গ্রামে গ্রামে ঘুরে মধু সংগ্রহ করেন ডাঙার মৌলে সুখচাঁদ

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

ডাঁশ মৌমাছি শুধু জঙ্গলের গাছে চাক বাঁধে তা নয়, গ্রামের মধ্যে বসতি এলাকায় ঢুকে বিভিন্ন ধরনের গাছে চাক বাঁধে। সেই চাক জঙ্গলের চাকের মতো বড়ো হয় এবং সেই চাক থেকে প্রায় একই পরিমাণ মধু পাওয়া যায়। এক শ্রেণির মৌলে আছেন যাঁরা, শুধুমাত্র গ্রামে ঘুরে ঘুরে সেই চাকগুলো থেকে মধু ভেঙে অর্থ উপার্জন করেন। এটাই তাঁদের জীবিকা। সুন্দরবনের যে–মৌলেরা জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করেন তাঁদের খোঁজে ঘোরার সময় ডাঙার মৌলেদের সন্ধান পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে যা জেনেছি, সেটা সংক্ষেপে পাঠকদের কাছে তুলে ধরার চেষ্ট করছি।

খুঁজে খুঁজে যখন আমরা (আমি আর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য) সুখচাঁদ শিকারির বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় একটা। কংক্রিটের সরু রাস্তা, তার পাশেই একটা মাটির ছোট বাড়ি। খড়ের চাল। চালটা অনেকটা নিচু। ঘরের দরজাটা খোলা থাকলেও, ঘরের ভিতরের জিনিস কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘরের সামনে উঠোনে মাটির উনুনে সুখচাঁদের স্ত্রী ভাত রান্না করছিলেন। দু’পাকা উনুনের একটাতে অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, অন্যটাতে কড়াই বসানো। সেটা ঢাকা। তাতে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, উঠোনে এসে সুখচাঁদ বাবু বাড়িতে আছেন কিনা জানতে চাইলাম।

উত্তর পাওয়ার আগেই সুখচাঁদ বাবু ঘরের ভিতর থেকে আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন। কথা শুরুর আগেই তিনি আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ফিরে এলেন দু’টো প্লাসটিকের চেয়ার হাতে নিয়ে। বললেন, বসুন। ‘বলুন আপনাদের কথা।’ অরুণবাবু আমার পরিচয় দিয়ে জানালেন, ‘শঙ্করবাবু সুন্দরবনের নানা জায়গায় ঘুরছেন তোমাদের খোঁজে। তোমাদের মুখ থেকে তোমাদের কথা শুনবেন। উনি যেটা জানতে চাইবেন একটু বল।’

–আপনি কি গ্রামে ঘুরে ঘুরে মৌচাক ভাঙেন?

– হ্যাঁ।

– কত বছর ভাঙছেন?

– অনেকদিন থেকে। এখন আমার বয়স ৫৬ বছর। কুড়ি–বাইশ বছর বয়স থেকেই ভাঙছি।

– আপনি কি কখনও জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়েছেন?

– হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে যেতাম। অনেক বছর হল আর জঙ্গলে যাচ্ছি না।

– কেন?

– ওখানে অনেক ঝুঁকি আছে। আমরা মধু ভাঙতে যেতাম সুজনি আর লুথিয়ান জঙ্গলে। বনদপ্তর থেকে লুথিয়ান জঙ্গলে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তো চুরি করে যাই। বনরক্ষীদের হাতে ধরা পড়লে নৌকো নিয়ে চলে যায়। ফাইন করে, গালমন্দ করে, এমনকী মারধরও করে।

– আপনি কতদূর পর্যন্ত মধু ভাঙতে যান?

– আমি কাকদ্বীপ ও নামখানা থানার মধ্যে বিভিন্ন গ্রামে যাই।

– যে–গ্রামগুলোতে ইতিমধ্যে গিয়েছেন, সেগুলোর নাম বলতে পারবেন?

– অনেক গ্রামে গেছি, কত আর বলব? তাছাড়া সব নাম তো মনেও নেই।

– কয়েকটা অন্তত বলুন।

– উকিলের বাজার, মাইতির বাঁধ, নারাণপুর, নাদাভাঙা, দুর্গাপুর, শিবপুর, রাধানগর, দেবনগর, মদনগঞ্জ, মুড়াখাল, নামখানা আরও অনেক গ্রাম।

– আপনি আর কী কী ভাবে রোজগার করেন?

– আমি এখন আর কিছু করি না। শুধু পাড়ায় পাড়ায় মধু ভাঙি, তাতে চলে যায়।

– এখন আপনি সারা বছর কত রোজগার করেন?

– একাজ তো সারা বছর পাওয়া যায় না, বছরে তিন মাস থেকে সাড়ে তিন মাস।

সুন্দরবনের ডায়েরি

– এক মরশুমে (তিন মাস–সাড়ে তিন মাস) গড়ে কত রোজগার করেন?

– সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা। এতেই আমাদের চলে যায়। এখন আমি আর আমার স্ত্রী থাকি। দুই ছেলে তারা বৌ–ছেলে নিয়ে আলাদা থাকে।

সুখচাঁদ শিকারি নিরক্ষর। লিখতে পড়তে পারেন না। আগে পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর ঘুরতে হত। এখন আর সেটা করতে হয় না। আশপাশের মানুষরা তাঁকে চেনেন। কারোর মধু ভাঙার দরকার হলে বাড়িতে এসে খবর দিতেন। এখন তাও করতে হয় না। এটা ‘হ্যালো’–র যুগ। সুখচাঁদের ছোট ছেলের মোবাইল আছে। যাঁদের দরকার তাঁরা ফোনে যোগাযোগ করে নেন। সুখচাঁদ তাঁর ছেলেকে দিয়ে মোবাইল নম্বরটা কাছে রেখেছেন। যেখানে প্রয়োজন মনে করেন, সেখানে নম্বরটা দিয়ে দেন। এতে কাজের অনেক সুবিধে হয়েছে। ঘরে বসেই কাজের অর্ডার পান। আপনি যে চাক ভাঙেন সেটা কোন মৌমাছির চাক? আমি জানতে চাইলাম।

– ডাঁশা (ডাঁশ) মৌমাছির চাক। এরা জঙ্গলের মৌমাছি। দু’আড়াই মাস লোকালয়ে থেকে জঙ্গলে চলে যায়।

– এগুলোকে ডাঁশ মৌমাছি বলে। সুন্দরবনের জঙ্গলে এরাই চাক বাঁধে। শুধু এরাই কি গ্রামে এসে চাক বাঁধে? আরও এক ধরনের ছোট ছোট মৌমাছিকে পাকা বাড়ির কার্নিশে, কুলুঙ্গিতে চাক বাঁধতে দেখা যায়।

– সেগুলোকে বলে মাছি মৌমাছি। খুব ছোট ছোট। তাদের চাকগুলো ও ছোট। ওতে খুব কম মধু থাকে। ও গুলো ভাঙি না। পোষায় না।

– ডাঁশ মৌমাছিরা কোন কোন গাছে চাক বাঁধে? চাকগুলো কত বড়ো হয়? এবং তাতে কত করে মধু পাওয়া যায়?

– ডাঁশ মৌমাছিরা সাধারণত হাবল, খিরিস, রাধাচূড়া, তেঁতুল, আম, বেড় বাবলা প্রভৃতি গাছে চাক বাঁধে। বড়ো চাকে ১৮ থেকে ২০ কিলো পর্যন্ত মধু পেয়েছি। সেগুলো লম্বায় আড়াই থেকে তিন হাত। লম্বা চাকে বেশি মধু পাওয়া যায়। অবশ্য সব চাক লম্বা হয় না। তবে বেশিরভাগ সময় পাঁচ থেকে দশ কিলো মধু পাওয়া যায়। এটা নির্ভর করে চাকের সাইজের ওপর।

– চাক ভেঙে দিলে কি মজুরি পান?

– চাক কেটে মধু বের করে অর্ধেক আমি নিই, আর অর্ধেক মালিক পায়।

– মধু বিক্রি করেন কোথায়?

– মধু বিক্রি নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না। যেখানে কাটি, সেখানেই বিক্রি হয়ে যায়। অনেকে কেনার জন্যে আগে থেকেই বলে রাখে। মধু কাটার খবর পেলে কেনার জন্যে অনেকেই জুটে যায়। কখনও কখনও মালিক নিজেই পুরোটা নিয়ে নেয়, নিয়ে অর্ধেক মধুর দাম, যেটা আমার পাওনা, আমাকে দিয়ে দেয়।

– এবছর আপনি কত করে মধু বিক্রি করেছেন?

– প্রথমের দিকে ১৩০ টাকা কিলো বিক্রি করেছি। পরে ১০০ টাকা করে।

– মধু কী করে ভাঙেন এবারে একটু বুঝিয়ে বলুন।

– চাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দিয়ে তারপর চাক কাটতে হয়।

তার জন্যে একটা ভুর (মশাল) বানাতে হবে। একটা বিচালি খড় নিয়ে যে কোন গাছের কাঁচা পাতা সমেত ছোট ছোট ডাল নিয়ে গেঁতে দিয়ে সেটাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। ধোঁয়াটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে করে মৌমাছি হাওয়ার বিপরীত দিকে চলে যায়। অনেক সময় ভুরটাকে একটা বাতার মধ্যে গেঁথে তবেই চাকে ধোঁয়া দেওয়া যায়। মৌমাছিদের হুল থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে মাথা ও মুখ মশারি জালের টুকরো দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

আমার অনুরোধে সুখচাঁদ শিকারি, তাঁর উঠোনে কেমন করে ভুর বাঁধতে হয় দেখালেন। মশারি–নেট মুখে বেঁধেও দেখালেন। আমি ছবি তুলে নিয়েছিলাম।

এমনি করে সুখচাঁদ একটানা ৪০ বছরের বেশি সংসার চালাচ্ছেন। তাঁর দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে দু’টো ও বিয়ে থা করে ছেলেপুলে নিয়ে সংসার চালাচ্ছে। তারা কেউ বাবার পেশাকে জীবিকা হিসেবে নেয় নি। তারা দেশের মধ্যে খাটাখাটুনি করে সংসার চালায়। কাছেই লুথিয়ান ও সুজনি জঙ্গল। তবুও জল–জঙ্গল–নির্ভর জীবিকা তাদের আকর্ষণ করেনি।(সাক্ষাৎকার ০৮।০১।২০১৭)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আইপিএল মজারুতে মেতে উঠতে প্রস্তুত তামাম ক্রিকেটভক্ত

অরিঞ্জয় মিত্র

শুরু হচ্ছে আরও একটি আইপিএলের আসর। গতবারের হায়দরাবাদের রুদ্ধশ্বাস জয়ের স্মৃতি উসকে এবারের আইপিএল যেন হয়ে উঠতে চলেছে আরও উত্তেজনায় ভরপুর। এমনটা আঁচ করা যাচ্ছে এখন থেকেই। অন্তত যাবতীয় প্রেক্ষাপট সেকথাই বলছে। বিশেষ করে এবারের আইপিএল আরম্ভ হচ্ছে এমন এক পটভূমিকায় যখন অজিদের সঙ্গে ভারতীয়দের স্লেজিং বিতর্ক নিয়ে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব রীতিমতো তেতে রয়েছে। অবশ্য ভারতীয় ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ারদের মনোভাবে যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা এখন অস্তমিত। কারণ আইপিএল এমন একটা আসর যা মিলিয়ে দিচ্ছে এই রনংদেহী প্রতিপক্ষদের। ধর্মশালার শেষ টেস্টে যেভাবে কোহলির অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব করা অজিঙ্কে রাহানে ও স্টিভ স্মিথের হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে তার পরেও কিন্তু এই দুজন কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে পুনের হয়ে আইপিএল যুদ্ধ লড়বেন। অজিদের সঙ্গে ভারতীয়রা এক হয়ে এমন বহু টিমের হয়েই দামামা বাজাবেন।

১০ম আইপিএলে কে কেমন দল গড়ল, শক্তি বা দুর্বলতার জায়গাটাও বা কি সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক। শাহরুখ খানের স্বপ্নের উড়ান কলকাতা নাইট রাইডার্স এবার মোটের ওপর শক্তি ধরে রেখেছে। এর সঙ্গে ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার পাওয়েল, ক্রিস ওকস, ট্রেন্ট বোল্ট ও নবাগত প্রতিভা সায়ন ঘোষ মিলে ভরপুর পরিবার কেকেআর-এর। এঁদের সঙ্গে অধিনায়ক গম্ভীর, উথাপ্পা, মনীশ পান্ডে, সূর্যকুমার যাদব, ইউসুফ পাঠান, উমেশ যাদব, ধর্মশালা টেস্টে স্বপ্নের অভিষেক ঘটনা চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদব, সুনীল নারিনের প্রত্যাবর্তন, পীযুষ চাওলা ইত্যাদিতে যথেষ্ট শক্তিশালী দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ খেতাব ধরে রাখতে মরিয়া। যথারীতি শিখর ধাওয়ান, অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার (যদিও এবার ভারতের বিরুদ্ধে ফ্লপ হওয়ায় চাপে), যুবারাজ সিং, কেন উইলিয়ামসন, বেন কাটিং, আশিস নেহরারা ভরসা জোগাচ্ছেন। গতবারের রানার্স বেঙ্গালুরু এবার চিন্তায় দুই অপরিহার্য তারকা ডেভিলিয়ার্স ও বিরাট কোহলির চোট নিয়ে। এছাড়া অবশ্য টাইফুন ক্রিস গেইল, শেন ওয়াটসন, সরফরাজ খান, কেদার যাদব, টাইমাল মাইলসদের নিয়ে ভালো দল বেঙ্গালুরু। বাংলার তারকা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহার দল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবও কারও চেয়ে কম নয়। গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী দলটির অধিনায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল সদ্য সমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সফল অজিদের অন্যতম। এছাড়া হাসিম আমলা, মার্টিন গাপ্টিল, শন মার্শ, ইয়ং মর্গ্যান, ড্যারেন সামি, ডেভিড মিলারদের নিয়ে ভালো লড়াই দিতে প্রস্তুত প্রীতি জিন্টার দল। রোহিত শর্মা, লিন্ডলে সিমন্স, পোলার্ড, রায়াডু, পার্থিব পটেল, টিম সাউদি, হরভজন সিংদের নিয়ে ফেলনা নয় মুম্বই ইন্ডিয়ন্স। দুরন্ত ফর্মে থাকা নতুন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ, ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক অজিঙ্কে রাহানে, দক্ষিণ আফ্রিকান মিসাইল ডু-প্লেসি, উসমান খোয়াজা, বেন স্টোকস, শার্দুল ঠাকুর ও সর্বোপরি একদিন ও টি-২০-র কিং মহেন্দ্র সিং ধোনি দলে থাকায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের পুনে যথেষ্ট শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে তৈরি। আক্ষেপ একটাই চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ম্যান অফ দ্য সিরিজ রবীন্দ্র জাদেজাগুজরাট লায়ন্সের তুরুপের তাস হতে চলেছেন এবার। বলে-ব্যাটে জাদেজার দুর্দান্ত পারফরমেন্স ঘুরিয়ে দিতে পারে যে কোনও ম্যাচ। এর সঙ্গে অধিনায়ক সুরেশ রায়না, অ্যারন ফিঞ্চ, ডোয়েন স্মিথ, দীনেশ কার্তিক, ব্রেন্ডন ম্যাকালাম, জেমস ফকনার, জেসন রয়, ব্যাভোদের উপস্থিতি শক্তিধর করে তুলছে গুজরাটি সিংহদের। জাহির খানের নেতৃত্বে কম যাচ্ছে না সঞ্জু স্যামসন, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, ব্রেথওয়েট, কোরি অ্যান্ডারসন, ঋষভ পান্থ, মহম্মদ সামি, ক্রিস মরিস, অমিত মিশ্র, কাগিসো রাবাদাদের নিয়ে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসও কম শক্তিশালী নয় এবার।

বোঝাই যাচ্ছে কেমন জমে উঠতে চলেছে ১০ম আইপিএল। আগামী একমাস তাই ভারতীয় সমর্থকদের চোখ থাকবে টিভির পর্দায় তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। অবশ্য এই ক্রিকেটীয় রাজসূয় যজ্ঞ থেকে বঞ্চিত থাকবেন না বিশ্বের কোনও ক্রিকেট ভক্তই। এভাবে তারকাদের সমাহার তো আর চট করে হয় না। যথারীতি নানা দলে বিভক্ত হয়ে চিৎকার আর শোরগোলে মেতে উঠবেন তামাম ভারতবাসী।

মধুর প্রতিশোধ

সিন্ধুতে বিন্দু হলেন অলিম্পিক্স সোনা জয়ী

রবীন বিশ্বাস

একেই বোধহয় বলে মধুর প্রতিশোধ। ব্রাজিলে অলিম্পিক্সের আসরে যে স্প্যানিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ হেরে একটুর জন্য সোনা ফসকে গিয়েছিল সেই যুযুধান প্রতিপক্ষকে দেশের মাটিতে হারিয়ে ইন্ডিয়ান ওপেন জিতে নিলেন পি ভি সিন্ধু। অলিম্পিক্সে সোনা জয়ী শাটলার ক্যারোলিনা মারিন এখন র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের এক নম্বরও বটে। এহেন শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে এভাবে হারিয়ে বদলা নেওয়া পুরো ভারতীয় ক্রীড়াজগতের কাছে এক মাইলস্টোন হয়ে উঠল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিছুদিন আগেই একদিনের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে দেশের মাটিতে ২-১ হারিয়ে টেস্ট সিরিজ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। তাও আবার সিরিজ ০-১ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় ভারত এই সিরিজ জিতে নেয়। এই পালটার আবহে ফের সিন্ধুর হাতে আরেকটা প্রতিশোধের চিত্রনাট্য সংগঠিত হওয়া বেজায় খুশি ভারতীয় সমর্থকরা। সব থেকে বড় কথা ক্রিকেটীয় বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে পি ভি সিন্ধুর এই ফাইনাল ম্যাচ দেখার আগ্রহ সাধারণ দর্শকদের মধ্যে যেভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল তা অভূতপূর্ব। দুপুরে টিভিতে লাইভ ম্যাচ দেখার জন্য অনেকেই ঠেকের রবিবাসরীয় আড্ডা কাটছাট করলেন। এমনটা আগে কবে দেখা গিয়েছে (ক্রিকেটের বাইরে অন্য কোনও খেলার জন্য) তা ঠিক মনে পড়ছে না।

সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে এদেশের অন্যতম তারকা ব্যাডমিন্টনার সাইনা নেহওয়ালকে হারিয়েছিলেন সিন্ধু। যদিই যবে থেকে সিন্ধুর উত্থান শুরু হয়েছে সাইনা ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছেন ব্যাডমিন্টন জগতে। এমনকি এখন বিজ্ঞাপনের দিকেও যদি তাকান দেখবেন, কোথায় সাইনা, সেখানে শুধুমাত্র সিন্ধুই

সিন্ধুই। আর বিজ্ঞাপনে যে পি ভি চোট থাকা সত্ত্বেও মাঠে নামার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বাস্তবে সিন্ধু তার থেকেও অদম্য হয়ে উঠছেন। যার একটা ছোট ট্রেলার কার্যত দেখলেন স্প্যানিশ অলিম্পিক্স জয়ী। বস্তুত ক্যারোলিনার সাব-মেরিন ডুবে গেল সিন্ধু নামক ডুবোজাহাজের দাপটে। স্ট্রেট সেটে ২১-১৯ ও ২১-১৬ পয়েন্টে বিপক্ষকে তুবড়ে দিলেন পি ভি সিন্ধু। রিও'র ফাইনাল ছিল ২০১৬-র ১৯ আগস্ট। প্রায় সাড়ে সাত মাস পর এল সেই প্রতিশোধের লগ্ন। যদিও তাবড় বিশেষজ্ঞ থেকে মিডিয়া এগিয়ে রাখছিল বিশ্বের এক নম্বর তারকাকেই। সে গুড়ে কার্যত বালি দিয়ে সিন্ধু হলেন চ্যাম্পিয়ন। অলিম্পিক্সের ঘাঁ যে কতটা দগদগে ক্ষত হয়ে ছিল তাঁর মনে এদিন তাই একরকম উগরে দিলেন ক্যারোলিনা বধে। প্রমাণ করলেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে টিআরপি'র লড়াইয়ে বিরাট কোহলির থেকে কম যান না তিনিও।

এমনিতেভারতীয়ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসকে সর্বপ্রথম বিশ্ব মানচিত্রে নিয়ে আসেন প্রকাশ পাড়ুকন। অল ইংল্যান্ড জিতে সেবার রীতিমতো কামাল করে দিয়েছিলেন অধুনা তারকা দীপিকার বাবা। প্রকাশের সঙ্গে সেসময় নাম উঠে আসত সৈয়দ মোদিরও। অকস্মাৎ খুন হয়ে যান মোদি। এরপর ভারতীয় ব্যাডমিন্টন জগত বহুদিন একটা খরার মধ্যে দিন গুজরান করছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করেই মরিচীকা হয়ে আবির্ভাব ঘটে সাইনা নেহওয়ালের। টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারিত হতে থাকে সাইনার নাম। নামের মিল থাকায় এই আলোচনা আরও তোল্লাই পায়। এরপর ভারতের ব্যাডমিন্টন জগতে শুরু হয়েছে পি ভি সিন্ধু জমানা। শুধু ভারত বলে নয় সিন্ধু সফর যে এখন বিশ্ব জুড়েই চলবে তা বেশ বোঝা যা যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ওপেনের এই ঐতিহাসিক জয়ের পর।

আই লিগের ফয়সালা করে দিতে পারে এই ডার্বি

যুধিষ্ঠির নস্কর : ডার্বি ম্যাচ ঘিরে এ বঙ্গে যেরকম উত্তেজনা তৈরি হয় তার আবেগ হয়তো কোনও অংশে কম যায় না একসময়ের ভারত-পাক ম্যাচের থেকে। ভারত-পাকিস্তান দুই পড়শী দেশ, অহি-নকুল সম্পর্ক দুদেশের মধ্যে বহুদিনের, তাই এই ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা থাকবে তা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এক শহরের দুই দলের মধ্যে যে চির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা অনেক সময় হার মানায় ভারত-পাক ম্যাচকেও। তাও আবার এবারের মোহন-ইস্ট ডার্বি আই লিগের নির্ধারক ম্যাচ হয়ে উঠতে পারে। মোহনবাগান যদি এই ডার্বি জিততে পারে তবে লিগ টেবলের শীর্ষে থাকা আইজল এফসিকে টপকে এক নম্বরে চলে যাবে। তারপর আইজলের মাটিতে যদি বাগান উতরে যেতে পারে তবে তাঁদের পঞ্চমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মঞ্চ একদম প্রস্তুত। এবারের আই লিগে অবশ্য অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে গত কয়েক বছরের সাড়া জাগানো দল বেঙ্গালুরু এফসি। মোহন-ইস্ট বরং ভালো মতো রয়েছে লড়াইয়ের ময়দানে। এদের থেকে একটু পিছিয়ে আরও এক পাহাড়ের টিম লাজং এফসি রয়েছে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে।

আগামীকাল, রবিবার অর্থাৎ ৯ এপ্রিল ফের শিলিগুড়িতে মুখোমুখি হচ্ছে যুযুধান দুই প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। মোহনবাগানের পক্ষে এবার সামান্য হলেও বাজির দর বেশি। বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ মনে করছেন ডার্বি ম্যাচে সব কিছুই সম্ভাবনা খোলা থাকে। তাও পরপর বাগান যেভাবে বেঙ্গালুরু ও আবাহনী ক্রীড়া চক্রকে (এএফসি কাপে) উড়িয়ে দিল বড় ব্যবধানে তা চিন্তার বাড়িয়েছে মর্গ্যান শিবিরে। মোহনবাগান যেভাবে ম্যাচের মধ্যে রয়েছে তা যথেষ্ট ইতিবাচক সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের পক্ষে। ৪ সপ্তাহ ম্যাচের মধ্যে না থাকা আবার ততোধিক সমস্যা ইস্টবেঙ্গলের জন্য। জোড়া বিদেশি ওয়েডসন বা প্লাজা কেমন ফর্মে আছেন হালফিলে তার তো কোনও পরীক্ষাই হল না। পাশাপাশি বাগানের হয়ে আগুনে ফর্মে রয়েছেন হাইতিয়ান তারকা সনি নর্ডি। নিজে গোল করছেন, আবার পুরো টিমকে খেলাচ্ছেন। ড্যারেল ডাফিও নিয়ম করে গোল পাচ্ছেন। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের বিরুদ্ধে গোল পেয়ে চনমনে মোহন শিবিরের আরও দুই জোড়া ফলা জেজে ও বলবন্ত। এর সঙ্গে অধিনায়ক কাতসুমির মাঠ জুড়ে খেলা ও ছটফটানি তো আছেই। সেই তুলনায় মর্গ্যানের ইস্টবেঙ্গল কেমন যেন ম্রিয়মান ডার্বির আগে। তবে কে না জানে এই ধরণের উত্তেজনায় ভরপুর ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কামাল করে দেয় তুলনামূলক পিছিয়ে থাকা দল। তবে আই লিগের প্রথম পর্বে দু দল যে ম্যাড়মেড়ে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল আশা করা যাচ্ছে তা আর হবে না। কারণ লিগ জয়ের তাগিদে সবুজ-মেরুন আর লাল-হলুদ নিজেদের মেলে ধরবে পুরোটাই।

আপনি কি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রতারণার শিকার?
আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম ঠিকানা সহ আমাদের জানান।
আমরা তুলে ধরব প্রতিকারের আশায়।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

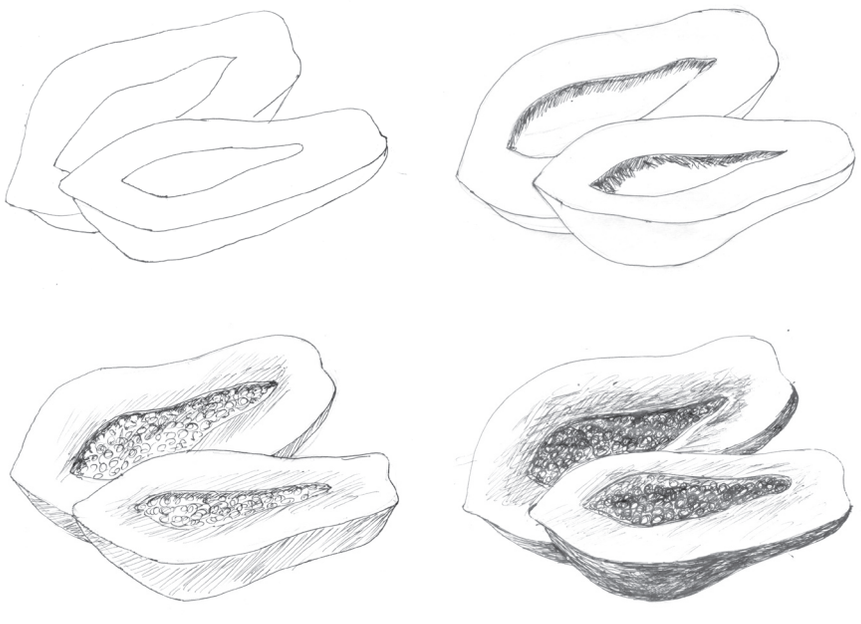

জানা অজানা

বিভিন্ন বিষয়ে অজানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ফুলঝুরি। এবারের প্রশ্ন

শরৎচন্দ্রের পিতা কে? পিতার রোগটি কি?

শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের শরীরটি ছিল সাহিত্যের রসের ভান্ডারে ভরপুর। প্রতিটি শিরায় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে দিন রাত সাহিত্যের বীণার সুর বেজে চলত। পুত্রের মধ্যে সেই সুর সাধনা আকারে ঝড়ে পড়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজকে যে কি পুলকিত করে রেখেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অতিশ্রদ্ধেয় মতিলাল বাবুর একটা রোগ ছিল কুড়েমি। সারা জীবন কুড়েমি করে কাটিয়েছেন শ্বশুড় বাড়ির হাড়ির ভাত খেয়ে। বহু লেখা তিনি লিখেছেন। কিন্তু কোনও লেখাই শেষ করতে পারেন নি কুড়েমির জন্য। এটা শরৎবাবুর জীবনে ছিল এক বিরাট আফশোষ। নিজেকে এ কারণে বড় অসহায় বোধ করতেন। পিতার এ রোগটি পাছে তাকে গ্রাস না করে তাই তিনি উপন্যাস লেখার শুরুতে শেষটা লিখে রাখতেন। লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ শৌখিন।

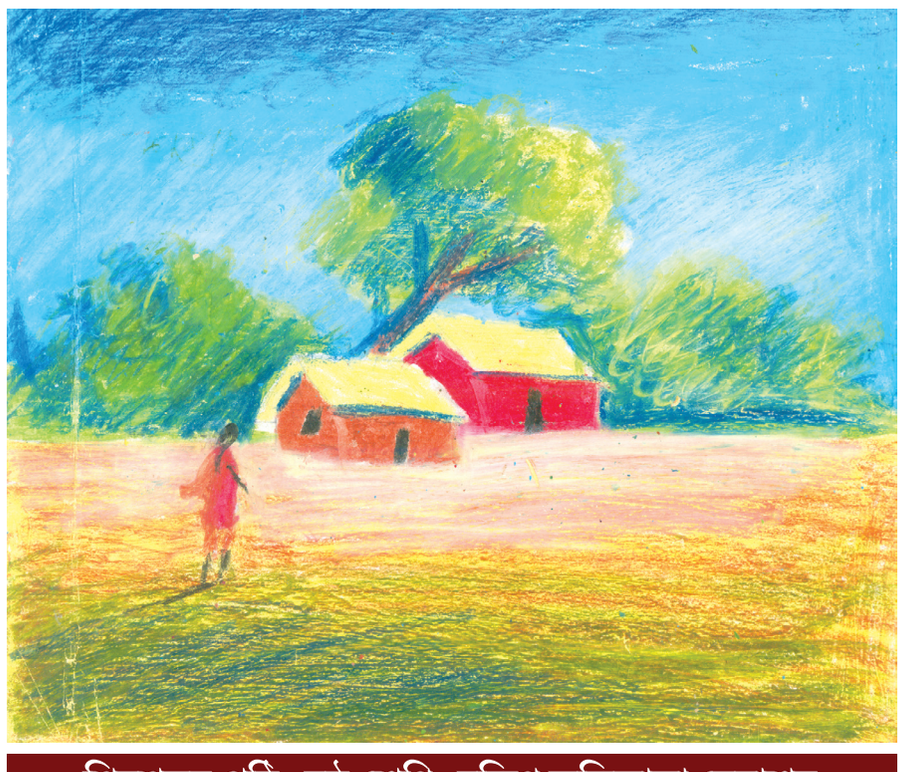

শিবশঙ্কর পুষ্টি, ষষ্ঠ শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com